www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২৩ মাঘ – ২৯ মাঘ, ১৪২১ ঃ ৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.16, 7 February - 13 February, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বনগাঁয় বিজেপির কোন্দলে তৃণমূলের পোয়াবারো

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র এবং নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন সঙ্ঘটিত হতে চলেছে ১৩ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যে ৮৪টি পুর নির্বাচন আসন্ন। এদিকে আবার ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনও ইতিমধ্যে ঘাড়ে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। এসবের প্রাক্কালে এদিনের উপনির্বাচন দুটি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। বিশেষ করে বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচনকে একপ্রকার পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে বিজেপি ও তৃণমূল। কারণ মতুয়া অধ্যুষিত এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনটি এই দুটি দলের একপ্রকার মর্যাদার লড়াই। এবারে এই লোকসভা কেন্দ্রটিতে উল্লেখযোগ্য প্রার্থী হলেন পাঁচজন। বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুর, তৃণমূল প্রার্থী মমতা ঠাকুর ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন কংগ্রেস প্রার্থী কুন্তল মন্ডল, সিপিএম প্রার্থী দেবেশ দাস। দেবেশবাবু গতবারও দাঁড়িয়েছিলেন প্রয়াত তৃণমূল সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। এইসব দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি নির্দল প্রার্থী হিসেবে এমন একজন ব্যক্তিত্ব এবারে এই কেন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যাঁকে ঘিরে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই রীতিমত চিন্তিত, তিনি হলেন কিশোর বিশ্বাস। তবে কিশোরবাবু নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অসুবিধা না হলেও, ঘুম ছুটে গিয়েছে বিজেপির। কারণ প্রায় ষাট বছর বর্ষীয়ান কিশোরবাবু প্রায় ৩৫ বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত। একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। শুধু তাই নয়, এতদঞ্চলে বিজেপিকে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা চলে। ইতিপূর্বে বিজেপির কঠিন সময়ে তিনি দুবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। একটি বনগাঁ ও অন্যটি বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় এলকে আদবানি একবার বনগাঁ সফরে এসেছিলেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এমনকি মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির এই কিশোর বিশ্বাসকে 'বনগাঁর মোদি' বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। অন্যদিকে ঠাকুরনগরের প্রাক্তনমন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র সুব্রত ঠাকুরের ভাবমূর্তি এলাকায় ঠিক এর বিপরীত। এ কারণে প্রায় সত্তর আশি শতাংশ মতুয়াপ্রধান এই অঞ্চলের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অধিকাংশই ক্ষুব্ধ। তাঁদের মতে, গতবার বিজেপি কেডি বিশ্বাসকে প্রার্থী করেছিল। এবারও তাকেই প্রার্থী করতে পারত। তবে কিশোরবাবু প্রার্থী হলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুব্রত ঠাকুরকে দল প্রার্থী করায় অধিকাংশ কর্মী সমর্থকরা তা মানতে পারেনি। তাঁদের অভিযোগ, গরু পাচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অবৈধ পাচার প্রক্রিয়ায় সুব্রত নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে তিনি জিতলে এলাকা আর সুস্থ থাকবে না। একারণেই বিজেপির বিক্ষুব্ধ এই অংশটা নির্দল প্রার্থী পদে কিশোরবাবুকে দাঁড় করিয়ে তাকে সমর্থন দিচ্ছেন বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। তাঁদের আরও অভিমত, বনগাঁয় সুব্রত ঠাকুরকে প্রার্থী করার আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা ও পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং এলাকার নেতৃত্বদের সঙ্গে আলোচনা করে নিলে ভাল করতেন।

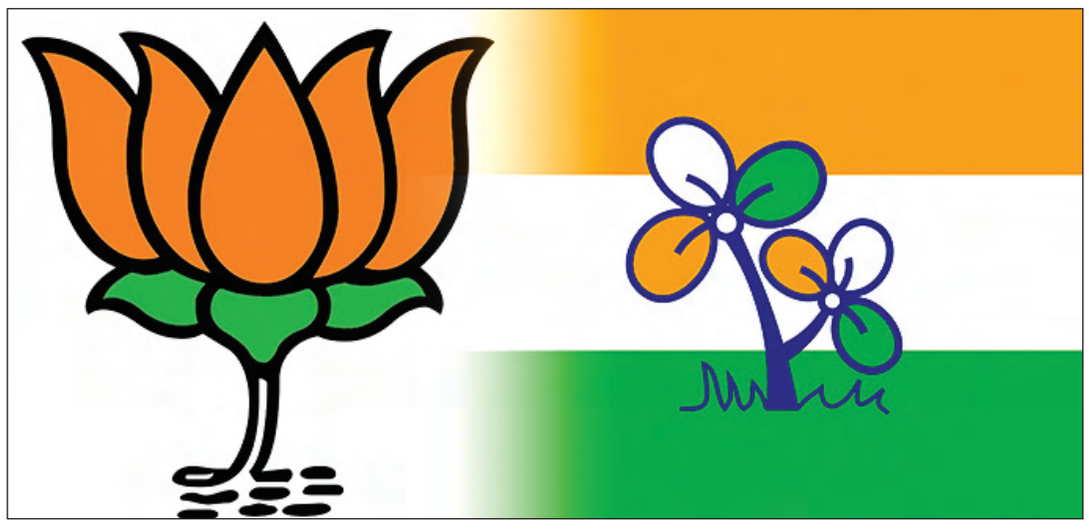

অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত মতই মমতা ঠাকুরকে প্রার্থী করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আলিপুর বার্তায় এই প্রতিবেদকের এই মর্মে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল কপিলকৃষ্ণর শূন্যস্থানে তাঁর স্ত্রী মমতা ঠাকুরকে প্রার্থী করলে তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনা থাকবে। কারণ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের যে ভাবমূর্তি ও সংশ্লিষ্ট মতুয়াদের এক বড় অংশের তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা তা মমতা ঠাকুরের জয়ের পথ প্রশস্ত করবে। তবে তা সুব্রত ঠাকুর বিজেপি প্রার্থী হলে তবেই। প্রতিবেদনের বিষয়টা এরকমই ছিল।

এবার একটু সার্বিক বিশ্লেষণে ঢোকা যাক। এতদঞ্চলে বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রায় দু–তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। রাজ্যে এই মুহূর্তে তাদের দখলে মাত্র দুটি লোকসভা ও একটি বিধানসভা কেন্দ্র। তাতেই রাজ্যে ও জেলা বিজেপি নেতৃত্বের রীতিমতো গা গরম হয়ে গিয়েছে। তারা আর সংগঠনের দিকে না তাকিয়ে রাজনীতির গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলেছেন, বলে বিশ্লেষকদের মন্তব্য। সম্প্রতি স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার সেরে ফেরার পথে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত ঠাকুরের উপর হামলার একটি অভিযোগ ওঠে। সেই হামলা তৃণমূলের পক্ষ করা হয়েছে বলে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও বাস্তবে তা ঠিক নয়। এটা বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বেরই ফল, বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহলের অভিমত। অন্যদিকে মমতা ঠাকুরকেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে গণ্য করেছেন না। মমতাবালা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য, তিনি এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নন। ফলে এই এলাকার মানুষ যেমন তাকে চেনে না তেমনই তিনিও এখানকার মানুষকে জানেন না। এছাড়াও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের এহেন একটি পরিস্থিতির মধ্যে ঘোলাজলে মাছ ধরার আশায় রয়েছে সিপিএম। আর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য রাজ্য–রাজনীতিতে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। সুতরাং কংগ্রেসকে এক্ষেত্রে হিসেবে বাদের খাতায় রাখা যেতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের দাবি। পাশাপাশি সিপিএম যে ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছে, সে গুড়েও বালি, বলে তাঁদের মন্তব্য। কারণ বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে যতই অভ্যন্তরীন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা বিতর্ক থাকুক না কেন, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মধ্যেই হবে। কেননা, সিপিএমের উপর মানুষের আস্থা এখনও তলানিতেই। ফলে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি বনাম তৃণমূল। বিষয়টা এমন হলে ফলাফল কি হত বলা মুশকিল। তবে সুব্রত ঠাকুর অধিকাংশেরই পছন্দের তালিকায় নয়। পাশাপাশি এই মুহূর্তে বিজেপির প্রথম ও মোক্ষম লড়াইটা নিজের ঘরের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। তাকে অতিক্রম করে তবেই তৃণমূলের সঙ্গে। আর বিজেপির এই ঘরোয়া লড়াইতে মতুয়া ভোট কাটাকাটির সুযোগ ও প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবনত অংশ এবং সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি (যা এখনও কার্যকর) এসবের মেলবন্ধনে বনগাঁ লোকসভার এই উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী মমতা ঠাকুরের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলের অভিমত। এমন কি সুব্রত ঠাকুরকে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব প্রার্থী পদে দাঁড় করিয়ে পরোক্ষে তৃণমূলের জয়ের পথ সুগম করল, বলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন।

নদীতে মাছ নেই, ভিন রাজ্যে পাড়ি মৎস্যজীবীদের

মৎস্যজীবীর অভাবে নদীপাড়ে অলসতার শিকার নৌকোগুলি–নিজস্ব চিত্র

বাপন মন্ডল, রায়পুর: মানব সভ্যতার এগিয়ে চলার পথের দিশারী রূপে নদী সর্বদাই প্রথম সারিতে স্থান পেয়ে এসেছে। আর নৌকা নদীর মানসপুত্র রূপে চিরকালই মানবসভ্যতার এই অগ্রগতির শরিক হয়েছে। কালের পরিহাসে আজ এই সনাতন জলযান গুলি অনেকটাই পেছনের সারিতে চলে গেলেও নৌকা কিন্তু আজও নিছক জড় পদার্থ নয়, বরং বহু মানুষের জীবন সংগ্রামে নিশ্চুপ অবিরাম দাঁড় ঠেলে চলা নৌকা সাক্ষাত জীবন তরী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়পুরের প্রায় ১২০০ পরিবার নৌকার উপর নির্ভরশীল। এই নৌকাকে সঙ্গী করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মূলত মাছের আশায় বেরিয়ে পড়ে। অবিরাম দাঁড় ঠেলতে ঠেলতে দিশাহীন ভাবে পৌঁছে যায় মাঝ সমুদ্রে। কিন্তু বর্তমানে নদীতে জলের থেকে বেশি নোংরা ভেসে বেড়ায়। আবার তার উপরে যদি কোনও বড়ো ট্রলার তার কিছুটা আগে জাল পাতে তাহলে সেদিন দাঁড়ে টানা নৌকার মাঝিদের কপালে নেমে আসে বিপদের ঘনঘটা। মৎস্যজীবী ভগিরাম পাত্র জানান 'মূলত মাঘ–ফাল্গুন মাসের দিকে নদীতে বেশি মাছ পাওয়া যায়। ওই সময় মাছ ধরি বাকি সময় বালি নৌকায় যাই।' তবে এখানকার সবাই আবার মাছের উপর নির্ভরশীল নয়। কেউ কেউ আবার কমিশন সিস্টেমে নদীর চর থেকে বালি কেটে এনে ডাঙায় দেয়। পূর্ণ পাত্র নামে এক মৎস্যজীবী জানান 'আমরা গরিব মানুষ তাই সরকার আমাদের দিকে তাকায় না। বহুবার আমরা সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাই। কিন্তু তাতে সরকার আমাদের কোনরকম সাহায্য করেনি। অগ্রহায়ণ মাসের একটা সময় আমরা একদমই নদীতে যেতে পারি না। ওই সময় সরকার যদি আমাদের একটু চাল–ডালেরও ব্যবস্থা করে। তা হলেও আমরা ওই খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু সরকার আমাদের কোনরকম ভাবে সাহায্য করে না।' নদীতে মাছ না থাকায় বহু মৎস্যজীবী রোজগারের জন্য রওনা দিয়েছে ভিন রাজ্যে। মাছে ভাতে বাঙালিকে ভরিয়ে রাখতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই ধরনের ছোট মেশিনহীন নৌকা গুলি আজও যন্ত্রচালিত নৌকার সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

মন্ত্রীর সামনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিভাবকরা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ছাত্র যুব উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীরা পুরস্কার প্রসঙ্গে মন্ত্রীর সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করল। সঙ্গীতের নৃত্যায়ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী এবং অভিভাবকরা জেলা যুব আধিকারিককে তাদের ক্ষোভ উগড়ে দিল। প্রসঙ্গত গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ ও বামাঙ্গিনী দেবী বিদ্যালয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন উৎসবের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অশোক দাস, জেলা যুব আধিকারিক হরদীপ সিং যশপাল, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, বাম আমলে এত সুন্দর করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিভা অন্বেষণ হত না। তিনি যুব কল্যাণ দফতরকে ধন্যবাদ দেন এবছর জেলা ছাত্র যুব উৎসবে 'প্রাইজ মানি' দেবার জন্য। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 'একক' ক্ষেত্রে পুরস্কার মূল্য নির্ধারণ ছিল যথাক্রমে ২০০০, ১৫০০ এবং ১০০০ টাকা। সমবেত ক্ষেত্রে ৪০০০, ৩০০০ এবং ২০০০ টাকা।

কিন্তু শেষ দিন যখন পুরস্কার বিতরণ করছিলেন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, তখন দেখা যায় কিছু ক্ষেত্রে ক্যাশ মানি দেওয়া হচ্ছে, অন্য ক্ষেত্রে শুধু শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভা থেকে আগত সমবেত সঙ্গীতের প্রথম পুরস্কার প্রাপক দলটির হাতে যখন

মন্ত্রী শুধুমাত্র শংসাপত্র তুলে দেন, তখন ওই দলটির এক মহিলা প্রতিনিধি বলেন, আমাদের পুরস্কার কই? মন্ত্রীও অবাক হয়ে যান। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেলা যুব আধিকারিক হরদীপ সিং যশপাল বলেন, যে গ্রুপে ২০ জন প্রতিযোগী হয়নি, সেক্ষেত্রে শুধু শংসাপত্র দেওয়ার কথা সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী। কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, ২৯টি ব্লকের প্রতিনিধিরা যদি এসে না থাকেন, তাহলে যারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে পজিশন' পেল তারা কেন বঞ্চিত হবে? একটা 'মোমেন্টো'ও কি তাদের প্রাপ্য হবে না? এই ধরনের বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত যুব দফতর নিল কিভাবে?

অন্যদিকে সঙ্গীতের নৃত্যায়ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় কেউ এককভাবে আবার কেউ সমবেত ভাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এককভাবে যারা এসেছেন তারা সংশ্লিষ্ট ব্লকের যুব দফতরের বৈধ অনুমতি নিয়েই এসেছেন। কিন্তু জেলা পর্যায়ের ক্ষেত্রে তাদের 'ডিসকোয়লিফাই' করে দেওয়া হয়। জেলা যুব দফতরের যুক্তি ছিল সরকারি নির্দেশাবলীতে বিষয়টি সমবেত ভাবে করার কথা বলা আছে। প্রতিযোগী এবং অভিভাবকদের প্রশ্ন ছিল, তাহলে ব্লক থেকে তাদের বৈধ ছাড়পত্র দিয়ে পাঠানো হল কেন? যখন কেউ এককভাবে অংশগ্রহণ করল, তখন কোন ঘোষণা হল না কেন?

যদিও এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনও আধিকারিকই দিতে পারেননি।

এই দুটি বিষয় ছাড়া জেলা ছাত্র যুব উৎসব বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিন নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির যাত্রাপালা সাত টাকার সন্তান সকলের প্রশংসা পায়। দ্বিতীয় দিন কঙ্কনা নৃত্যালয়ের নৃত্যানুষ্ঠান এবং কুমার গৌতম ও রিয়ার সঙ্গীতানুষ্ঠান আকর্ষণীও হয়ে ওঠে। বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাগরে চিটফান্ড কর্তার বাড়িতে ভাঙচুর, জখম চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : মেয়াদ শেষের পরও আমানতের টাকা ফেরত না পেয়ে এক চিটফান্ড কর্তার বাড়িতে ভাঙচুর ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন প্রতারিত এজেন্ট ও আমানতকারীরা। জখম হয়েছেন ৪ জন। তাঁদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলায় সাগরের মৃত্যুঞ্জয়নগরে এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে সাগর থানার পুলিশ গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিটফাণ্ড কর্তার বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ বেশ কয়েকজন এজেন্ট ও আমানতকারীর থেকে একটি অভিযোগ নিয়ে তদন্তে নামতে চলেছে। অভিযুক্ত চিটফান্ড কর্তা অনন্ত আচার্য শাসক তৃণমূলের স্থানীয় নেতা বলে দাবি করেছেন বিরোধী সি পি এম নেতৃত্ব। সাগর দক্ষিণের সি পি এম লোকাল কমিটির সম্পাদক বিধান দাসের অভিযোগ, অনন্ত আচার্য তৃণমূল নেতা। এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে চিটফান্ড করে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন। এখন প্রতারিতদের তাড়িয়ে দিতে পুলিশকে ব্যবহার করছে। তবে সাগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী কবিতা বেরা সি পি এমের অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, অনন্ত আচার্য নামে কোন ব্যক্তি আমাদের দলের নেতা নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্বল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, বাংলার রাজনীতিতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে

ওঁঙ্কার মিত্র

কোনও প্রকল্প গড়ার আগে উৎপাদিত বর্জ্য নিয়ে কি করা হবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয় উন্নত দেশগুলিতে। এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট–এর ফলে ওদের উদ্যোগগুলি পরিবেশে বান্ধব হয়ে ওঠে। ভারত এসব ধার ধারে না। বর্জ্যের কলুষতার মধ্যেই আমরা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। একই কালচার ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোতেও। এখানে 'পলিটিক্যাল ওয়েস্ট' ম্যানেজমেন্টের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। একই দলে ভালো ও উচ্ছিস্টের সহাবস্থান। দলে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে গেলেই পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, অন্যদেরও পচিয়ে দেয়। সেখান থেকে নিষ্কলুষদের বেছে বার করা দুঃসাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গ এই পলিটিকাল ওয়েস্ট কালচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের অভাবে রাজ্যের চারিদিক দুর্গন্ধে ম ম করছে। চোখে–নাকে চাপা দিয়ে কোনওরকমে এড়িয়ে চলতে হচ্ছে মানুষকে। সামনে বেশ কয়েকটি নির্বাচন। ইতিমধ্যে গদি দখলের মন্থন শুরু হয়েছে। চরম টানাটানি চলছে। একে অন্যের পাঁকে ঢিল ছুঁড়ে নিজেকে স্বচ্ছ দেখাতে ব্যস্ত। তবে রাজ্য রাজনীতির গতি প্রকৃতি বলছে এই মন্থনে অমৃত নয়, গরল ওঠার সম্ভাবনাই প্রবল।

পশ্চিমবঙ্গকে খুঁটি করে রাজনৈতিক এই মন্থনে অংশ নিয়েছে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম তথা বামেরা। বিজেপিকে বাদ দিয়ে বাংলার গদি কলঙ্কিত করার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাকিদের। কংগ্রেস জমানার অরাজকতা, সিপিএম আমলের দলবাজি, তৃণমূলের বর্তমান শাসনের দুর্নীতিতে বাংলার বাতাস এখন এতটাই কলুষিত যে এ রাজ্যে সাধারণ শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের টেকা দায়। শুধু বাংলার মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার কৌশলে এরা আজও হাত পা মুখ নেড়ে কথা বলে, সামনে আসে। দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, রাজ্যে কংগ্রেসের যা হাল তাতে কংগ্রেসিরা বাংলায় সুশাসন দেবে একথা পাগলেও বিশ্বাস করে না। বাংলায় কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আন্দোলন বিমুখতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তাতে তাদের ক্ষমতা দখল আগাম ৫০ বছরেও সম্ভব কিনা তা নিয়ে নিজেরাই সন্দিগ্ধ।

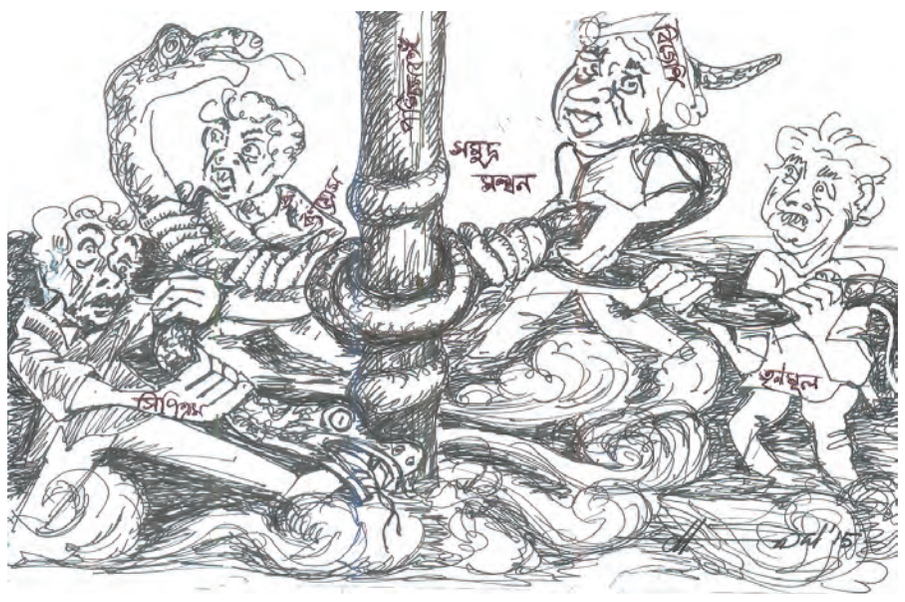

এরপর রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে সিপিএম তথা বামেদের জোট। ক্ষমতায় এসে এরা যা দেখিয়েছে তাতে তাদের ফের বাংলার মানুষ ক্ষমতায় আনবে তা না ভাবলেই বরং শরীর সুস্থ থাকবে। আশ্চর্যের একটাই, এত কুকীর্তির পরেও প্রায় জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে যাওয়া বৃদ্ধ বাম নেতারা এখনও প্রতিশ্রুতি দেন, আশার কথা বলেন। শুনে বোকারা হাসে আর বুদ্ধিমানরা ভুরু কুঁচকায়। কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন হল সিপিএমের। মঞ্চে সেই প্রাগৈতিহাসিক নেতারা। তরতাজা তরুণের অভাবে এরা এখনও ফসিল হতে হতে বেঁচে আছেন। মুখে এখনও সেই মেহনতী মানুষের বিপ্লবের কথা। যে বিপ্লব করে এরা ৩৪ বছরে বাংলাকে ডুবিয়েছে আর নিজেরা রসদ বাড়িয়েছে। এখন আর এমন লোভনীয় রসদের মায়া ছাড়া যায়! তাই এখনও দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি। যতই ছটফট করুন বামেরা বাংলার মানুষ এখনও মরিচঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রাম সফর ভোলে নি। উত্তরও পায় নি। এর কারণ দুর্বল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। বহুবার শুদ্ধিকরণের নামে যা করার চেষ্টা করেও করতে পারেন নি।

বাংলার দীর্ঘদিনের অমানবিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে যিনি এলেন তার ভিত যে একেবারেই আর্থিক কেলেঙ্কারির কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে তার হদিশ পাওয়া গেল ক্ষমতায় আসার আড়াই তিন বছরের মধ্যে। বাংলার মানুষের বিশ্বাস, স্বপ্ন পদদলিত হয়ে গেল ক্ষমতায় আসা তৃণমূলীদের আচরণে। কিন্তু আসল সমস্যাটা হল সেই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। তৃণমূলও অন্য দলের মতো একই পথের পথিক। দলে ওয়েস্ট বা উচ্ছিষ্ট হিসাবে ইতিমধ্যেই যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের ক্লিয়ার না করে দলের দূষণ ত্বরান্বিত করছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইদানিং পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্রিয় হয়েছে বিজেপি। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির উত্থানের পর। ঘর পোড়া বাংলার মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে রাহুল সিনহারা কি আদৌ ভাল ওয়েস্ট ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করতে পারবেন? মনে কিন্তু হচ্ছে না। সহজলভ্য সদস্যপদের ফাঁক গলে বহু 'ওয়েস্ট' ইতিমধ্যে ঢুকে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। অনেকে ঢুকেও পড়েছেন। ফলে আশা কম। তাই বাংলার মানুষ দ্বিধান্বিত, খুঁজছে সফল ওয়েস্ট ম্যানেজারকে।

ভারতীয় বাজারে বৃদ্ধির উপাদান ঠাসা, নয়া উচ্চতার রেকর্ড চলবে আগামীতেও

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতির অ-আ-ক-খ যারা পাঠ করেন তারা জানেন

এখানে পদে পদে কত কাঁটা থাকে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য। মোদ্দা কথা হল লগ্নিকারীদের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন করার। কারণ দিনের শেষে নিজের সম্পদ বাড়াতে না পারলে কিসের কি? এই টাকা বা মূলধন শেয়ার বাজারে বাড়ানোর কাজ আদৌ আহামরি নয়। অনেক সময় নানা অজানা গর্তে ঠোক্কর খেতে হতে পারে। এমন হতেও পারে খরিদ করা শেয়ার আপনাকে বা ট্রেডারকে বেশ কিছুদিন ভোগান্তিতে ফেলল। আবার অনেক সময় যারা রোজ ট্রেড করেন তারাও ফাটকা করতে গিয়েই কোনও না কোনও শেয়ারে ফেঁসে যান। যে সে ফাঁসা নয়, এর থেকে বেরনো রীতিমতো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। আবার বর্তমানে যে তেজি বাজার বা বুল রান চলছে ভারতীয় অর্থ বাজারে তাতে অনেক খারাপ মানের শেয়ারও এখানে ভালো পারফরমেন্স করে দেয়। মানে খানিকটা যেন ফাটকা খেলার মতো হয়ে যায় ব্যাপারটা। তাও এই ধরনের ভালো বাজার থাকাকালীন অনেকটা ঝড়ে বক মরার মতো এইসব শেয়ারে বিনিয়োগ করেও মুনাফা করা সম্ভব হয়। তবে একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তা হল ভালো সংস্থার শেয়ার বা ইক্যুটিতে বিনিয়োগ সবসময় ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে ট্রেডারদের। এতে বাজার বাড়লে বা সংস্থার কোনও ভালো খবর এলে এর দামে বাড়তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এটা ঠিক যে বাজার যখন পড়ে তখনও কিছু শেয়ার নিজের মতো করে তাদের ওপরে ওঠার গ্রাফ বজায় রাখে। আবার বাজার বাড়লেও দেখা যায় কিছু শেয়ারের দামে নট-নড়নচড়ন। মানে তা বাজারের উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বোঝা যায় উক্ত সংস্থা সম্পর্কে নির্ঘাত কোনও বাজে খবর রয়েছে। এখান থেকে একটা জিনিস পরিস্কার শেয়ার বাজারে কোনও সংস্থার বাড়া বা কমা দুটোর ক্ষেত্রেই শেয়ারটির নিজস্ব উপাদানগত বৈশিষ্ট এবং খবর বেশি কাজে দেয়। বাজারে বাড়া বা পড়ার কিছুটা ছোঁয়া হয়তো সব শেয়ারেই পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তা যৎসামান্য।

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারে একটা জিনিস আরও নজরে আসে। তা হল কোনওদিন এখানে কোনও বিশেষ সেক্টরের শেয়ারের দামে উর্দ্ধগতি

দেখা যায়। ধরুন কোনওদিন যদি মেটাল সংক্রান্ত শেয়ারের দাম বাড়ে পরের দিন হয়তো ক্যাপিটাল গুডস বা ওষুধের শেয়ারে তেজি আসে। সার্বিকভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে ওষুধ বা ফার্মার শেয়ারকে ডিফেন্সিভ বা রক্ষণশীল শেয়ার হিসেবে ধরা হয়। যদিও বর্তমানে যেভাবে তেড়েফুঁড়ে ওষুধের শেয়ার বাড়ছে তাতে এই সেক্টর ও যথেষ্ট লাভজনক হয়ে উঠেছে লগ্নিকারীদের কাছে। আইটি বা তথ্য প্রযুক্তির শেয়ার বিগত এক-দুবছরে খুব ভালো বৃদ্ধির খতিয়ান দিয়েছে।

এছাড়া তাক লাগানো খেল দেখিয়ে চলেছে গাড়ি এবং এর আনুসঙ্গিক সংস্থার শেয়ার। যাদের অনেকেই প্রায় রোজব নতুন নতুন উচ্চতায় আসীন হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে অনেকদিন ধরেই নিচের দিকে ঝুঁকে ছিল ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ার। তাতে হাওয়া লাগতে শুরু করে বিগত বছরের নভেম্বর মাস থেকে। যখন মুদ্রাস্ফীতির মান ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করে এদেশে। সৌজন্যে অবশ্যই ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামে কমতি আসা। ক্রুড অয়েলের দামে এই পতন ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের কাছে আশীর্ব্বাদের মতো।

যার ফলে ব্যাঙ্কের সুদের হার কমানোর পথ প্রশস্ত হয়েছে। এর জেরে ইতিমধ্যে একদফায় সুদের হার কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পয়েন্ট ২৫ বেসিস। এর মধ্যে ফের এক দফা কমতে পারে সুদের হার। এবং আগামী এক বছরের মধ্যে ভারতীয় রিজার্ভ আরও একাধিকবার সুদের হার কমাতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। মূলত এই খবরেই গত বছরের শেষভাগ থেকে নিফটিকে বেড়ে ওঠায় নেতৃত্ব দিচ্ছে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলি। ভারতীয় অর্থবাজার যে ৯ হাজারের কাছেপিঠে পৌঁছালো তাতে এই ব্যাঙ্কের শেয়ারের শ্রীবৃদ্ধি মূল উপাদান হয়ে উঠেছে।

মানে নেতৃত্ব প্রদানের ব্যাটন খালি হাতবদল হয়েছে এক্ষেত্রে। আগের নেতা তথ্যপ্রযুক্তি গ্রুপের শেয়ার এখন কনসোলিডেশন মুড বা বিশ্রামে রয়েছে। আর যাবতীয় নেতৃত্বের চাবিকাঠি হাতে তুলে নিয়েছে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার। সুদ কমার ভিত্তিতে গৃহঋণ প্রদানকারী শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি এসেছে

EASIER ON YOUR POCKET

Vegetable	Retail (In ₹) Price for (1kg) 2 months back	Retail (In ₹) Current price	Wholesale (In ₹) Price for (10kg) 2 months back	Wholesale (In ₹) Current price
Tomato	80	20-25	220-240	80-90
Green peas	50-60	30	400-500	140-160
Cauliflower	60	20	280-300	60-70
Capsicum	60	35-40	220-240	140-160
Brinjal	50-60	30-35	140-160	50-60
Red carrot	60	30-35	250-300	90-120
Orange carrot	60	40	200-250	90-120
Cabbage	60	30-35	200-220	60-70

ভালোরকম। তাছাড়াও ইনফ্রা বা পরিকাঠামো এবং ইন্ডাস্ট্রির শেয়ারের নড়নচড়ন এসেছে বেশ।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের উত্থানের পরবর্তী ট্রিগার নিঃসন্দেহে আগামী সাধারণ বাজেট এবং রেল বাজেট। আশা করা যাচ্ছে যে কেন্দ্রের মোদি সরকার এই বাজেটে প্রতিশ্রুতি মতো সংস্কারের ফুলঝুড়ি ছোটাবেন। যার ফলে ভারতীয় বাজার সম্পর্কে আরও আশাবাদী হয়ে উঠবেন বিদেশি লগ্নিকারীরাও। ইতিমধ্যে বড়দিন এবং নতুন বছরের ছুটি কাটিয়ে আসার পর তারা ভারতের বাজারে যে হারে কেনাকাটা শুরু করেছেন তাতে সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

১) মেষ : কর্মস্থলে নিজের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। গৃহ-ভূমি ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

২) বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন। কোন যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

৩) মিথুন : ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলাভের যোগ রয়েছে। প্রচুর অর্থব্যায়েরও যোগ রয়েছে। এর ফলে আপনি অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে যাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পাকাশয়ের পীড়ার এবং বাত-বেদনায় কষ্ট পাবেন।

৪) কর্কট : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে নিজের সম্মান রেখে চলতে সক্ষম হবেন।

৫) সিংহ : লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদে যাবেন না।

৬) কন্যা : চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। অপরের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতে চলুন। পতি-পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। কর্মস্থলে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিৎ। শত্রুতার যোগ রয়েছে।

৭) তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম, যশ বজায় থাকতে দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। মনের উপর চাপ সৃষ্টি হবে। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন ঝোঁক দেবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

৮) বৃশ্চিক : মনের মধ্যে শান্তি পাবেন না। কোন না কোন কারণে মন বিচলিত থাকবে। লেখা-পড়ায় ফল ভাল হবে। খুব বুদ্ধি করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। প্রেম-প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। বাত বেদনায় কষ্ট।

৯) ধনু : আহারে বিহারে যথেষ্ট সংযত থাকতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। এর ফলে আপনি চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শত্রুরা নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা আপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

১০) মকর : নিজের কাজ নিজেকেই সামলাতে হবে। মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে সহজ সরল পথে এগিয়ে চলুন ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা সুফল পাবেন। কর্মস্থলে আপনার সম্মান বজায় থাকবে।

১১) কুম্ভ : ক্রোধকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বুঝে চলুন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

১২) মীন : যাঁরা সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে।

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

৬২৩৯০ কনস্টেবল, রাইফেলম্যান সত্ত্বর প্রয়োজন কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীগুলিতে

বিএসএফ, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি, এনআইএ এসএসএফে ৬১৭৯০ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) ও আসাম রাইফেলসে ৬০০ রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) নিয়োগ করা হবে। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তির এফ নম্বর 3/1/2014-P&P-1 (vol-II) । নিচের যোগ্যতার যে-কোনও ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা আবেদন করতে পারবেন।

শূন্যপদের বিন্যাস : ১) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স : পুরুষ : শূন্যপদ ১৭৬৯২ (তপশিলি জাতি ২৮৮২, তপশিলি উপজাতি ১৬৪৯, ওবিসি ৪০০৪, অসংরক্ষিত ৯১৬৩)। মহিলা : শূন্যপদ ৪৮১৯ (তপশিলি জাতি ৭৯৩, তপশিলি উপজাতি ৪৫৮, ওবিসি ১১০৩, অসংরক্ষিত ২৪৬৫)। ২) সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ) : পুরুষ : শূন্যপদ ৪৪১৩ (তপশিলি জাতি ৬৭২, তপশিলি উপজাতি ৩৪২, ওবিসি ১২১০, অসংরক্ষিত ২২৬৯)। মহিলা : শূন্যপদ ৫০৭ (তপশিলি জাতি ৭৯, তপশিলি উপজাতি ৩৭, ওবিসি ১৩৬, অসংরক্ষিত ২৫৫)। ৩) সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ কোর্স (সিআরপিএফ) : পুরুষ : শূন্যপদ ২২৬২৩ (তপশিলি জাতি ৩৯৫০, তপশিলি উপজাতি ২৩৪৫, ওবিসি ৪৯৫৩, অসংরক্ষিত ১১৩৭৫)। মহিলা : শূন্যপদ ১৯৬৫ (তপশিলি জাতি ৩২৫, তপশিলি উপজাতি ১৮৬, ওবিসি ৪৬০, অসংরক্ষিত ৯৯৪)। ৪) সশস্ত্রসীমা বল (এসএসবি) : পুরুষ : শূন্যপদ ৫৬১৯ (তপশিলি জাতি ৮৯৯, তপশিলি উপজাতি ৪৪৮, ওবিসি ১৩২৪, অসংরক্ষিত ২৯৪৮)। মহিলা শূন্যপদ ৬০৫ (তপশিলি জাতি ৯৮, তপশিলি উপজাতি ৪৮, ওবিসি ১৩২৪, অসংরক্ষিত ২৯৪৮)। মহিলা : শূন্যপদ ৬০৫ (তপশিলি জাতি ৯৮, তপশিলি উপজাতি ৪৮, ওবিসি ১৪২, অসংরক্ষিত ৩১৭)। ৫) ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) : পুরুষ : শূন্যপদ ২৭৯৫ (তপশিলি জাতি ৪১৭, তপশিলি উপজাতি ২৯০, ওবিসি ৫৮২, অসংরক্ষিত ১৫০৬)। মহিলা শূন্যপদ ৩০৬ (তপশিলি জাতি ৪৬, তপশিলি উপজাতি ৩১,ওবিসি ৬৭, অসংরক্ষিত ১৬২)। ৬) আসাম রাইফেল (এআর) : পুরুষ : শূন্যপদ ৩০০, (তপশিলি জাতি ৪০, তপশিলি উপজাতি ৪৫, ওবিসি ৫৭, অসংরক্ষিত ১৫৮)। মহিলা : শূন্যপদ ৩০০ (তপশিলি জাতি ৪০, তপশিলি উপজাতি ৪৫, ওবিসি ৫৭, অসংরক্ষিত১৫৮)। ৭) এনআইএ : পুরুষ : শূন্যপদ ৮২, (তপশিলি জাতি ১১, তপশিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২২, অসংরক্ষিত ৪৩)। মহিলা : শূন্যপদ ৪ (তপশিলি জাতি ১, ওবিসি ১, অসংরক্ষিত ২)। ৮) এসএসএফ : পুরুষ : শূন্যপদ ২৪৭ (তপশিলি জাতি ১৭, তপশিলি উপজাতি ৩৬, ওবিসি ৫২, অসংরক্ষিত ১৪২)। মহিলা : শূন্যপদ ২৭ (তপশিলি জাতি ২, তপশিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৬, অসংরক্ষিত ১৫)।

রাজ্য ও ক্যাটেগরি অনুযায়ী শূন্যপদের বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গ (সমগ্র রাজ্য) : পুরুষদের শূন্যপদ বিএস এফ : মোট শূন্যপদ ৮০১ (তপশিলি জাতি ১৮৪, তপশিলি উপজাতি ৪০, ওবিসি ১৭৬, অসংরক্ষিত ৪০১)। সিআইএসফ : মোট শূন্যপদ ২০৩ (তপশিলি জাতি ৪৫, তপশিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ৫২, অসংরক্ষিত ৯৮)। সিআরপিএফ : মোট শূন্যপদ ৮৮৩ (তপশিলি জাতি ২০৩, তপশিলি উপজাতি ৪৪, ওবিসি ১৯৪, অসংরক্ষিত ৪৪২)। এসএসবি : মোট শূন্যপদ ২৫৫ (তপশিলি জাতি ৫৯, তপশিলি উপজাতি ১৩, ওবিসি ৫৬, অসংরক্ষিত ১২৭)। আইটিবিপি : মোট শূন্যপদ ১৩১ (তপশিলি জাতি ৩০, তপশিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৯, অসংরক্ষিত ৬৫)। আসাম রাইফেল : মোট শূন্যপদ ১৩ (তপশিলি জাতি ৩, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩, অসংরক্ষিত ৬)। মহিলাদের শূন্যপদ : বিএসএফ : মোট শূন্যপদ ২০৬ (তপশিলি জাতি ৪৭, তপশিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৪৫, অসংরক্ষিত ১০৪)। সিআইএসএফ : মোট শূন্যপদ ২৩, (তপশিলি জাতি ৫, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬, অসংরক্ষিত ১১)।

কাজের খবর

সিআরপিএফ: মোট শূন্যপদ ৭৬ (তপশিলি জাতি ১৮, তপশিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬, অসংরক্ষিত ৩৮)। আইটিবিপি: মোট শূন্যপদ ১৪ (তপশিলি জাতি ৩, তপশিলি উপজাতি ১ ওবিসি ৩, অসংরক্ষিত ৭) আসাম রাইফেল: মোট শূন্যপদ ১৩ (তপশিলি জাতি ৩, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩, অসংরক্ষিত ৬)। এসএসবি: মোট শূন্যপদ ২৭ (তপশিলি জাতি ৬, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬, অসংরক্ষিত ১৪)। পশ্চিমবঙ্গ (নকশাল উপদ্রত এলাকা): পুরুষদের শূন্যপদ: বিএসএফ: ২১১ (তপশিলি জাতি ৪৯, তপশিলি উপজাতি ১১, ওবিসি ৪৬, অসংরক্ষিত ১০৫)। সিআইএসএফ: মোট শূন্যপদ ১০৮ (তপশিলি জাতি ২৬, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩০, অসংরক্ষিত ৫১)। সিআরপিএফ: মোট শূন্যপদ ৪৫৯ (তপশিলি জাতি ১০৫, তপশিলি উপজাতি ২৩, ওবিসি ১০০, অসংরক্ষিত ২৮৮)। এসএসবি: মোট শূন্যপদ ৬৭ (তপশিলি জাতি ১৫, তপশিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৫, অসংরক্ষিত ৩৪)। আইটিপিবি: মোট শূন্যপদ ২৭ (তপশিলি জাতি ৭, তপশিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩, অসংরক্ষিত ১৫)। আসাম রাইফেল: মোট শূন্যপদ ৪ (তপশিলি জাতি ১, ওবিসি ১, অসংরক্ষিত ২)। মহিলাদের শূন্যপদ: বিএসএফ : মোট শূন্যপদ ৫৪ (তপশিলি জাতি ১২, তপশিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২, অসংরক্ষিত ২৭)। সিআইএসএফ : মোট শূন্যপদ ১৩ (তপশিলি জাতি ৩, ওবিসি ৫, অসংরক্ষিত ৫)। সিআরপিএফ : মোট শূন্যপদ ৪০ (তপশিলি জাতি ৯, তপশিলি উপজাতি ২, ওবিসি৯, অসংরক্ষিত ২০)। আইটিবিপি : মোট শূন্যপদ ৪ (তপশিলি জাতি ১, ওবিসি১, অসংরক্ষিত ২)। আসাম রাইফেল : মোট শূন্যপদ ৪ (তপশিলি জাতি ১, ওবিসি১, অসংরক্ষিত২)। এসএসবি : মোট শূন্যপদ ৭ (তপশিলি জাতি ২, ওবিসি১, অসংরক্ষিত ৪) সীমান্তবর্তী জেলা : পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার) : পুরুষদের শূন্যপদ : বিএসএফ : মোট শূন্যপদ ১৮৮৫ (তপশিলি জাতি ৪৩৪, তপশিলি উপজাতি ৯৪, ওবিসি ৪১৫, অসংরক্ষিত ৯৪২)। এসএসবি : মোট শূন্যপদ ১২০ (তপশিলি জাতি ১১২, তপশিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২৬, অসংরক্ষিত ৬০)। মহিলাদের শূন্যপদ : বিএসএফ : মোট শূন্যপদ ৪৯১ (তপশিলি জাতি ১১২, তপশিলি উপজাতি ২৪, ওবিসি ১১২, অসংরক্ষিত ২৪৩)। এসএসবি : মোট শূন্যপদ ১৩ (তপশিলি জাতি ৩, তপশিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩, অসংরক্ষিত ৬)। অন্যান্য রাজ্যের শূন্যপদের বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়েবসাইটে জানা যাবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন বা দশম শ্রেণি পাশ।

বেতনক্রম : পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০-২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

বয়সসীমা : ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে (জন্মতারিখ ২ আগস্ট ১৯৯২ সালের আগে ও ১ আগস্ট ১৯৯৭ সালের পরে হলে হবে না)। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ছাড় পাবেন।

এরপর আগামী সংখ্যায়

জীবনবিমায় স্টাইপেন্ড সহ ট্রেনিং দিয়ে কেরিয়ার এজেন্ট

কলকাতায় কেরিয়ার এজেন্ট পদে বেশ কিছু তরুণ-তরুণী নিয়োগ করবে লাইফ ইনশিওরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, ইন্টার্ন জোনাল অফিস। যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট হলেই আবেদন করা যাবে। বয়সসীমা : শেষ পালিত হওয়া জন্মদিনের ভিত্তিতে নূন্যতম বয়স হতে হবে ২১ বছর। বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৫ বছর। তপশিলি জাতি/উপজাতি/প্রাক্তন সেনাকর্মীদের বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪০ বছর।

প্রার্থীবাছাই পদ্ধতি : প্রার্থীবাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। জেনারেল নলেজের উপর ভিত্তি করে লিখিত পরীক্ষা হবে। সফলদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। দুটি পরীক্ষায় মেধা তালিকার উপর ভিত্তি করে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হবে। ট্রেনিং শেষে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ও নিয়োগ হবে। স্টাইপেন্ড : মহানগর এলাকার জন্য প্রথম তিন মাস ১২৫০ টাকা ও পরের তেত্রিশ মাস ২৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে উপযুক্ত কমিশন।

আবেদন পদ্ধতি : আবেদন করতে নিচের যে-কোনও কার্যালয়ে গিয়ে। আপনার জীবনপঞ্জি ও সমস্ত শিক্ষগত যোগ্যতার নথিপত্র, সচিত্র পরিচয় পত্র (প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড), পাসপোর্ট সাইজের ছবি সঙ্গে নিয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় গিয়ে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে।

ঠিকানা : ১) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এলআইসি অব ইন্ডিয়া, সিএবি, সল্ট লেক, সিএফ-১৬৩, সেক্টর-১, কলকাতা-৬৪ (বিকাশ ভবনের ঠিক পাশে)। ফোন নম্বর : ০৩৩-২৩৫৮৮০৪৯, ৯৪৩৪১৫৫৭৭৮, ৯৮৩১২৫৮৯৮২।

২) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এলআইসি অব ইন্ডিয়া, সিএবি বরানগর (সরজু নার্সিং হোম), ৪৬/১/জি। বিটি রোড, কলকাতা-২। ফোন নম্বর : (০৩৩)২৫৫৭২৪২২, ৯৪৩৩১৬৭৯৮০, ৯৪৭৬৩৩৩৭৩৪।

৩) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এলআইসি অব ইন্ডিয়া, সিএ ব্রাঞ্চ, এইচ বি অ্যানেক্স ৪, সি আর অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭২। ফোন নম্বর (০৩৩)২২১২৪৫৮০/৯৮৮৩০৮৭৩৭৫।

৪) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এলআইসি অব ইন্ডিয়া, সিএবি-১, কুইনস ম্যানশন, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭১, ফোন নম্বর : (০৩৩)২২২৯৭৩৩১, ৯৮৩১০৭৭৩৮৫।

৫) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এলআইসি অব ইন্ডিয়া, সিএবি-২, জীবন সুধা, পঞ্চমতল, ৪২সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭১, ফোন নম্বর-(০৩৩)২২৮৮৯৯৩৯, ৯৮৩৬৬৭২৭২৮।

ভয়–সন্ত্রাসের দোহাই নয়, রাস্তায় নামার ডাক সি পিএম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্দোলন করতে গিয়ে নেতা–কর্মীরা আক্রান্ত হলে পাশে দাঁড়াবে দল। দলের পক্ষ থেকে আর্থিক ও আইনি সাহায্য করা হবে। ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার ও তহবিল সংগ্রহ করবে দলের কর্মীরা। সংগৃহীত অর্থ খরচ হবে দলের আক্রান্ত কর্মীদের জন্য। গত রবিবার শেষ হওয়া সি পি এমের ২৩তম দক্ষিণ পরগনা জেলা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে দলের কর্মীদের। পাশাপাশি দলকে চাঙ্গা করতে গণ সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। ক্ষেতমজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, যুব, মহিলা ও ছাত্রফ্রন্টকে জোরদার আন্দোলনে নামতে হবে। রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে সিপিএমের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে গণ সংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা। সেই কথা মাথায় রেখে গণ সংগঠনকে আবার মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইছেন দলীয় নেতৃত্ব। এবারের সম্মেলন থেকে পুনরায় সম্পাদক হয়েছেন সুজন চক্রবর্তী। বিদায়ী জেলা কমিটির ৬৫জন সদস্য থেকে বেড়ে এবার হয়েছে ৭০ জন। উল্লেখযোগ্যভাবে কমিটিতে স্থান করে দেওয়া হয়েছে কমবয়সী ১৯ জন নতুনকে। এর মধ্যে ৭ জন মহিলা আছেন। সম্মেলনে এবার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ৬৮ জন প্রতিনিধি। যার মধ্যে ৩৬ জন ছিলেন এবারের জেলা সম্মেলনে প্রথম অংশগ্রহণকারী। কলকাতার পাশের এই জেলায় নির্বাচনী ভরাডুবির অন্যতম কারণ হিসেবে বেশিরভাগ বক্তা রাজ্যে শাসকদলের নেতা–কর্মীদের লাগাতার সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করেন।

বিশেষ করে ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, ভাঙড়, কাকদ্বীপ, মগড়াহাট এলাকায় পঞ্চায়েতে প্রার্থী হয়েও অনেকে পরে শাসকদলের চাপে প্রত্যাহার করে নেন। অনেক কর্মী নির্বাচনের আগে থেকে ঘরছাড়া। অনেকের নামে মিথ্যা মামলা ঝুলছে। সবমিলিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে গিয়ে বারে বারে বাধা

পেয়েছেন দলের কর্মীরা। সম্মেলন মঞ্চ থেকে বেশ কয়েকজন নেতা আলোচনায় আক্রান্ত কর্মীদের পাশে দল দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ তোলেন। আক্রান্ত কর্মীরা দলের নীচুতলার কেউ কেউ বিজেপি–র দিকে পা বাড়িয়ে আছেন।

বিজেপিকে রোখার প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুফল তুলে ধরা হবে। কেন্দ্রের বিজেপিকে প্রধান প্রতিপক্ষ ভাবলেও এ রাজ্যে তৃণমূলই প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছেন সি পি এম নেতৃত্ব। এই জেলার শহর লাগোয়া এলাকা ছাড়া এখনও বিজেপি–র সেরকম প্রভাব নেই বলে মনে করেন জেলা নেতৃত্ব। সি পি এম নেতা কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, ভয়–সন্ত্রাস উপেক্ষা করে মানুষকে নিয়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। মানুষের সঙ্গে থাকলে, মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে।

এদিন সম্মেলন শেষে প্রকাশ্য সমাবেশ হয় মহেশতলার বাটাতে। বক্তা বিমান বসু সারদা প্রসঙ্গে বলেন, খেলাতে ম্যাচ গড়াপেটা দেখেছেন। বর্তমানে সারদা নিয়ে বিজেপি–তৃণমূল ম্যাচ গড়াপেটা চলছে। প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু তলে তলে যোগাযোগ রেখে চলছে দুই দল। গৌতম দেব বলেন, মুকুল রায়কে সিবিআই ছেড়ে দেওয়ার পর অনেকে প্রশ্ন করেছে আমাকে। কিন্তু মুকুল কেন ছাড়া পেলেন তা জানতে হবে। মুকুল জেলে না গেলে সিবিআই জেলে যাবে। মুকুলের ছেলেও তো অনেক কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। শুনছি টাকা নিয়ে বিদেশে বিনিয়োগ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সম্পত্তি এখন ৩০ কোটির কাছাকাছি। ভাই কার্তিক, গনেশ ভাইপো অভিষেক কয়েক বছরের এত টাকার মালিক কোথা থেকে হল সিবিআই–এর তাও খতিয়ে দেখা উচিত। অন্য বক্তারা হলেন সুজন চক্রবর্তী, শমীক লাহিড়ী প্রমুখ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্যার আশুতোষের সার্ধশতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হল গত ২ ফেব্রুয়ারি। এই উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব পুস্তক এবং আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠি এর সূচনা করেন। ত্রিপাঠি এ ধরণের প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে দুর্লভ সামগ্রীর এই প্রদর্শনী দেখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিপুল অবদানের কথাও তিনি স্মরণ করেন।

এই উপলক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডঃ মঞ্জুলা চেল্লুর 'লিভিং লিগ্যাসি অফ স্যর আশুতোষ' শীর্ষক একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির রচয়িত পি টি নায়ার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ডঃ চেল্লুর আলোচনা করেন। কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা ও তার আশপাশের একাধিক গ্রন্থাগারিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া ও বাংলাদেশ থেকেও একাধিক গ্রন্থাগারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে : গিয়াসউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার তালাদি মোহন চাঁদ হাইস্কুলের এমবিএলইপি–র শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন এই স্কুলকে মডেল স্কুল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ১০০ স্কুলের মধ্যে এই জেলার ১০টি স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী দিনে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়বে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। তালাদি মোহন চাঁদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার নস্কর বলেন এই স্কুলকে মডেল স্কুল হিসাবে বেছে নেওয়ায় ছাত্র–অভিভাবকরা খুবই খুশি। এবিএলইপির মাধ্যমে ছাত্ররা নিজের হাতে লেখা এবং আনন্দের মাধ্যমে কাজ করতে পারবে। প্রথম পর্যায় ৪ লাফ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ১০টি টেবিল, ১০০ থেকে ১৫০টি চেয়ার, ল্যাপটপ প্রমুখ সরঞ্জাম হবে। আগামী দিনে সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্ররা খুবই উপকৃত হবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, বিজ্ঞানী গৌরহরি পৈলান, সায়েন্স কর্মী নিকেতনের স্টেট কো–অর্ডিনেটর অভিজিৎ বর্ধন প্রমুখ। এদিন অভিভাবকদের এবং সাধারণ মানুষজনের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

উস্তিতে গ্রেফতার শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানার বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা ভেঙে ঢুকতে গেলে বিজেপির বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য সহ প্রায় ২৫০ জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উল্লেখ্য উস্তি বাজারে গত ২৯ জানুয়ারি দুষ্কৃতীদের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৬০টি বাড়ি দোকানপাট। এই ঘটনায় উস্তি বাজারে জারি হয় ১৪৪ ধারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হাজার দুয়েক দুষ্কৃতী বোমা মারতে মারতে উস্তি বাজারে ঢোকে। একের পর এক দোকান বাড়ি ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ, কমব্যাট সোর্স। এই ঘটনার প্রতিবাদে বি জে পি–র বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য সহ বিজেপি কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। পরে তাদের জামিনে মুক্তি দেয়। বিজেপির বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে এই হামলা চালানো হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ জানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত অঞ্চল শান্ত, কোন উত্তেজনা নেই। চলছে র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স, পুলিশ বাহিনীর টহলদারি।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান উদ্বোধন হবে ডিএনবি কোর্স

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং স্পন্দন ডায়াগনেস্টিক সেন্টার (প্রা:লি:) এর যৌথ প্রয়াসে সিটি স্ক্যান পরিষেবা ভবনের শুভ উদবোধন করেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাঝি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর) বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, সুপার ডাঃ ইন্দ্রনীল সরকার প্রমুখ। মাঝি বলেন এই হাসপাতালে ১১ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পায়। আর কিছুদিনের মধ্যে এই হাসপাতালে চালু হবে ডিএনবি কোর্স। আগামি দিনে এখানকার মানুষজনকে কষ্ট করে চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হবে না। তিনি আরো বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ৪টি মেডিকেল কলেজ, ৩টি নার্সিং কলেজ তৈরি হয়েছে। বাম আমলে চিকিৎসার জন্য মানুষ ভেলোর মুখী হয়েছিল। সেটি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গ্রামের মানুষ গ্রামে চিকিৎসা পাবে। বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য সব রকমভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ন্যায্যমূল্যে ঔষধের দোকান চালু হয়েছে হাসপাতালগুলিতে। বিপিএল রোগীদের জন্য বিনামূল্যে এই সিটি স্ক্যান পরিষেবা জারি হবে। ফলে আগামী কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। হাসপাতালে সৌন্দর্য্যের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া খুব শীঘ্রই চালু হবে ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং মর্গ বিভাগ।

সরস্বতী পুজোয় মাতলো কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং ১ ও ২ ব্লক গুলিতে সরস্বতী পুজোয় মেতে উঠল কচিকাঁচারা। নতুন পোশাকে নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রীয় মতে অঞ্জলি দিলেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। এমনকি ক্যানিং থানার মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলকুঠি পাড়া ১৫ তম বর্ষে সর্বজনীন সরস্বতী পুজোর থিম ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। সুন্দরবনের কৃষি সংস্কৃতি সর্ব ধর্মের মেল বন্ধন তুলে ধরা হয়েছিল। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে চলছে থিমের উপর। এদিন পুজো মণ্ডপে কচিকাঁচাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। শিরিষতলার পরিচালনায় ১৫ তম বর্ষে সর্বজনীন সরস্বতী পুজোর মূল আকর্ষণ দুঃস্থদের শীতের বস্ত্র বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা বিতরণ।

উল্লেখযোগ্য দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ ২৪ পরগনার বাসন্তীর রাণীগড় হাইস্কুলের (উঃ মাঃ) শিক্ষক সুন্দরবনের ভূমিপুত্র (এলাকার ৩য় প্রজন্ম) প্রভুদান হালদার গত ৩১ জানুয়ারি তাঁর ৩৬ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রভুদান বাবু ১ লক্ষ টাকা দান করেন। এই টাকা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে থাকবে এর বাৎসরিক প্রাপ্ত সুদ এলাকার দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যয় হবে। একই সঙ্গে ১৫ হাজার টাকা করে মন্দির, মসজিদ, চার্চকে মোট ৪৫ হাজার টাকা দিলেন। মিড–ডে–মিলের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মাংস খাওয়ালেন ১২,৫০০ টাকায়। সারা বছর ধরে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। অবসরের অনুষ্ঠানেই কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাকে ১ হাজার টাকা সাহায্য করলেন। উল্লেখ্য তাঁর পিতা সুধন্য হালদার এই স্থলে ১ বিঘা জমি দান করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অমিত জানা, হাওড়া : পেশায় তিনি চা বিক্রেতা। কিন্তু প্রতিবছর তিনি দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীদের বই খাতা পেন দান করেন। তিনি হাওড়ার ধাড়সা হরিসভাতলা গর্ভনমেন্ট কলোনির বাসিন্দা রমেশ দাস, তাঁর এই মহৎ কীর্তির জন্য ইতিমধ্যেই তিনি এলাকার সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

রমেশবাবু জানান, ''আমি দশ বছর ধরে দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের বই, খাতা, পেন, লজেন্স দান করি, প্রায় প্রতিবছর ৩০০ জন ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে আমি এই সরঞ্জাম তুলে দিই। এই সেবা করে আমি মন থেকে শান্তি পাই।

মহানগরে

বিমানবন্দরে রাতেও পাওয়া যাবে বাস

বিশেষ সংবাদদাতা : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় ভলভো বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি বিমানবন্দর উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন, সাংসদ সৌগত রায়। বিমানবন্দর অধিকর্তা বি পি শর্মা কমিটির সদস্যদের জানান যে, আরও চারটি স্বয়ংচালিত চেক–ইন কিয়স্ক বসানো হবে।

এই কিয়স্কের ব্যবস্থা যাত্রীদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া, তিনি বলেন, শীঘ্র বিমানবন্দরে অর্থের বিনিময়ে মাল পরিবহন পরিষেবা চালু হবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে নতুন হোটেল ঘর ও নতুন টার্মিনালে বাণিজ্যিকভাবে কর গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীদের জন্য সুলভে বিশেষ লাউঞ্জের ব্যবস্থা চালু করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিমানবন্দরে নতুন ওয়েবসাইট http://kolkatainternationalairport.com/AirportApps চালু করার বিষয়টি বৈঠকে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

'কন্টিনিউয়াস এফোর্ডে' শহর হল নীল–সাদা গার্ডেনরিচের অতিরিক্ত ১৫ এম জি ডি জল শহরে এল

বরুণ মন্ডল

'কন্টিনিউয়াস এফোর্ড' বিষয়টি আমার জীবনের একটা অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তাই রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যেতে যেতে পথে 'কন্টিনিউয়াস' বিভিন্ন বিষয়কে 'মনিটরিং' করতে করতে চলি। কখনও ববিকে, কখনও কাননকে ২০–২৫টি ফোন করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাই। আর সেজন্যই গত চার বছরের মধ্যে কলকাতা শহরটা কতটা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। গত ৩০ জানুয়ারি আলিপুরে 'ডিরোজিও (দুর্গাপুর) সেতু' সংলগ্ন ২ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 'চেতলা বুস্টার পাম্পিং স্টেশন'সহ গার্ডেনরিচে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নিত্য কর্মকান্ডের ছোট্ট একটি দৃষ্টান্ত শহরবাসীর নিকট তুলে ধরেন। পুরবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, দীর্ঘদিন পর আর এখানকার লোকেদের ভুগর্ভস্থ লাল জল খেতে হবে না। আসলে এই জায়গাটা কলকাতার খুব উঁচু এলাকা। দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে পরিস্রুত পানীয় জলের দাবি আজ পূর্ণ হল। আগামী ২৫ বছর যাবৎ পরিস্রুত জলের চাহিদা মিটবে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়।

এদিন গার্ডেনরিচ পরিশোধনাগার সংলগ্ন দৈনিক ১৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন জল পরিশোধনাগার সহ চেতলা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের পরিষেবার সূচনালগ্নে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ২০১২–এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের শিলান্যাস করেছিলেন। বহু আর্থিক সমস্যার মধ্যেও গত অক্টোবরে এই স্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। গার্ডেনরিচের ১৫ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে চেতলা স্টেশনের কাজও শুরু হল এবং এতদিনে পুরসভার ৭৪ ও ৮২ (আংশিক) নম্বর ওয়ার্ডবাসী যে ছ'টি গভীর নলকূপের (ডিপ টিউবওয়েল) দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল পেত, সেগুলি আজ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, পুরসভার ৮২ নম্বর

ওয়ার্ডের দক্ষিণ দিকে বজবজ রেললাইন লাগোয়া কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের জমির ওপর চেতলা বুস্টার পাম্পিং স্টেশনটি তৈরি হয়। এখানে কলকাতা পোর্টেরই কয়েকটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি ছিল। এই স্টেশন চালু হওয়ায় চেতলা ও আলিপুরবাসী পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্রুত জল পাবে। পূর্বের জলপরিবাহী পাইপ লাইনের সঙ্গে নূতন করে আরও ১৮ কিলোমিটার পরিবাহী পাইপ লাইন পাতা হয়েছে। ফলে এই দুই ওয়ার্ডেরই ১০০ শতাংশ মানুষ এবার থেকে গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের বর্ধিত ১৫ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রকল্প থেকে ভূপৃষ্ঠস্থ পরিস্রুত জল পাবে। প্ল্যান্ট ও পাইপ লাইন সহ প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় হয়েছে ২৪.৬৭ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, ১৯৯৯–এ বেহালার চৌরাস্তায় বীরেন রায় রোডে (পশ্চিম) একটি বৃহদায়তন 'রির্জাভার–কাম–বুস্টার পাম্পিং স্টেশন' স্থাপিত হয়েছিল। এর মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিম বেহালার ১৮টি ওয়ার্ডবাসীর জন্য পরিস্রুত জল সরবরাহ হতো। এরই সঙ্গে এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা মেটাতে ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিরিটি শ্মশান লাগোয়া সিরিটি পার্কে (উপকৃত এলাকা : ১১৫–১১৭ ও ১২১ নম্বর ওয়ার্ড–আংশিক) ও ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপুকুরের দাস পাড়ায় (উপকৃত এলাকা : ১১৪–১১৫, ১২২–১২৬ নম্বর ওয়ার্ড–আংশিক) আরও দু'টি রিজার্ভার–কাম–বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ২০১০–এর এপ্রিলে নির্মিত হয়। গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে এই দুই স্টেশনে জল পাঠানো হয়। এদিকে যেহেতু গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পে উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছেছে সেজন্যই গার্ডেনরিচে কলকাতা পুরসভার অর্থানুকূল্যে প্রায় ২৪.৬ কোটি টাকা ব্যয় (শোধনাগার ও নয়া সাড়ে তিন কিলোমিটার পাইপ লাইন সহ)করে নয়া একটি ১৫ মিলিয়ন গ্যালন জলোৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জল প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলে দাস পাড়া ও সিরিটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন দু'টি নির্মিত হওয়ার পরেও গত পাঁচ বছর যাবৎ পরিস্রুত জল পাওয়ার যে সমস্যা ঘটছিল তার সমাধান ঘটল। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ফলে বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম এবং আলিপুর ও চেতলা অঞ্চলে প্রায় ২.৫ লক্ষ পুরবাসী ভূপৃষ্ঠস্থ জল পাবে। তবে এদিন গার্ডেনরিচে নয়া জল পরিশোধনাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ঠিকই, পরিস্রুত জল মিলতে মাস খানেক থেকে মাস দেড়েক সময় লাগবে। নির্মাণকারী সংস্থা 'কলকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার ও স্যানিটেশন অথরিটি'র অফিসারদের বক্তব্য এই প্রকল্পের কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২.৫ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গার্ডেনরিচের নয়া এই জল প্রকল্পের পরিশোধনাগারে 'স্পেস সেভিং টেকনোলজি' ব্যবহার করা হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

কালো টাকা দেশে ফিরবে কবে?

'আচ্ছে দিন' এর স্বপ্নের ফেরিওয়ালা মোদিজি দিল্লির নির্বাচনী প্রচারে দেশে কালো টাকা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি আর দেন নি। আটমাসের পরিবর্তনের সরকার কালো টাকা বিদেশ থেকে ফেরানোর যে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে দেশের মানুষ অন্ধকারে। যোগগুরু রামদেব তাঁর স্বাভাবিক মিত্র মোদিকে এ ব্যাপারে আরো সময় দিতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছে এক টিভি চ্যানেলে। কালো টাকা দেশে ফিরলে ঋণমুক্ত ভারতের স্বপ্ন তাঁরা দেখিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর একের পর বিদেশ সফর এবং বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে নানাস্তরে ওঠাবসা মানুষের মনে আশা জাগিয়ে ছিল এবার হয়ত সত্যি সত্যি কালো টাকা দেশে আসবে।

আগামী দিনে মোদিজির হাত ধরে এদেশে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির উৎপাদন বাজার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যা ঘনীভূত হয়েছে সম্প্রতি বারাক ওবামার ভারত সফরের পর। পরমাণু চুল্লি থেকে যুদ্ধবিমান নির্মাণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হিসাবে ভারত চিহ্নিত হলে আগামী দিনে দেশবাসীর কোনও বিপদ ঘটবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। পরমাণু বর্জ্য পদার্থে গরিব দেশবাসী আক্রান্ত হলে সেই সংবাদ গোপনের চেষ্টা কিংবা সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতার দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে নাতো? কারণ এসব ক্ষেত্রে অতীতে বেশ কয়েকবার দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী পত্নী সম্পর্কে গুজরাট দূরদর্শনে একটি সংবাদ পরিবেশনের 'অপরাধে' প্রযোজককে আন্দামানে বদলি করে দেবার ঘটনা ঘটেছে।

ভারত বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ। সে দেশের রাণীকে যথাসময়ে নিয়মিত প্রকাশ্যে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ভারতের বিপুল পরিমাণ কালো টাকা কমনওয়েলথভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত কিনা তা দেশবাসীর কাছে প্রকাশিত হয়নি। স্বদেশি ভাবনায় ভাবিত মোদি সরকার আশা করা যায় অন্তত এই প্রতিশ্রুতিটি রাখতে যত্নবান হবে। কংগ্রেসি–অকংগ্রেসি, কোন কোন মহাজনদের মহা অর্থ বিদেশের মাটিতে কবে গেল? কিভাবে গেল? কেন গেল? এবং কবে ফেরত আনা সম্ভব? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রী সংসদে অচিরেই জানাবেন বলে আমরা প্রত্যাশী। ব্যক্তিগত ভাবে দামি চশমা কিংবা নিজের নামাঙ্কিত দামি স্যুট প্রধানমন্ত্রী তাঁর রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু দেশের আমজনতার মঙ্গল কামনায় যিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত তিনি যেন কথা ও কাজে 'স্বচ্ছতা' বজায় রাখেন এটা সবার কাছেই কাম্য। দিল্লিতে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী আম আদমি পার্টির নির্বাচনী প্রতীক ঝাঁটা। তাই বিগত বহুদিন ঝাড়ুহাতে স্বচ্ছ ভারতের 'সম্প্রচার' হয়নি কোনও সরকারি গণমাধ্যমে। ঝাড়ু হাতে অমন নাটক দেশবাসী খুব পছন্দ করছেন এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু বিপুল পরিমাণ কালো টাকা এদেশে এসে সাদা হয়ে যাবে এমন স্বপ্ন সবাই দেখছেন।

অমৃত কথা

৪৪৮ কোনও সময়ে একজন লোক জাহাজে করে যেতে যেতে জাহাজ ভেঙে যায়। সে ভেসে লঙ্কাতে ওঠে, রাক্ষসেরা ধরে তাকে বিভীষণের কাছে নিয়ে যায়। বিভীষণ তাকে দেখে 'রামচন্দ্র এই মানুষরূপ ধরে অবতার হয়েছিলেন' বোলে আরতি ও পুজো করলেন। এটাই প্রকৃত ভক্তি।

৪৪৯ রাবণকে কেউ বলেছিল, 'তুমি তো সব রূপ ধরতে পার, রামের রূপ ধরে সীতার কাছে যাওনা কেন?' রাবণ বললেন, 'যখন রামরূপ স্মরণ করি, তখন তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ।' (অর্থাৎ যখন রামরূপ স্মরণ করি, তখন ব্রহ্মপদই তুচ্ছ মনে হতো পরবধূসঙ্গ তো কোন ছার।)

৪৫০ সীতার যখন অগ্নি পরীক্ষা হয়েছিল, হনুমান তখন রেগে বলেছিলেন, 'কো রামঃ' অর্থাৎ কে রাম? আমি রামকে মানি না।

৪৫১ একজন সমুদ্র পার হতে চেয়েছিল। কোনও সাধু তাকে একটু কাগজ দিয়ে বলে দিলেন, এর জোরে পার হতে পারবে। সে সমুদ্রের খানিক দূর গিয়ে মনে করলে, দেখি না কাগজের ভেতর কি এমন আছে, যার জোরে সমুদ্র পার হতে পারি। কাগজ খুলে দেখলে কেবল 'রাম' লেখা। 'এই আর কিছু না।' (যেমন এই তার মনে হলো অমনি সে ডুবে গেলো। (সাধু বাক্যে সংশয়।)

৪৫২ কোনও রাজা ব্রহ্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নিতে ঋষির কাছে গেলেন। ঋষি তখন নাইতে গিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে ছিলেন। ছেলে বলে দিলেন, 'রাম নাম তিনবার করোগে।' ঋষি এসে শুনে বললেন, 'যে রাম নাম একবার করলে কোটী জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, তুমি সেই নাম তিনবার করতে বলেছ, তুমি চণ্ডাল হওগে।' সেই গুহক চণ্ডাল।

৪৫৩ সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হলে, অর্থোপার্জ্জন কিংবা কামিনী সহবাস করা দূর থাকু, যদি হাজার বছর সন্ন্যাসের পর স্বপ্নে কামিনী সহবাস হচ্ছে। বলে মনে হয় ফলে তার জন্যে রেতঃ পাত হয়ে যায়। অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে, তা হলে এতো দিনের সাধনা তখুনি নষ্ট হয়ে যায়। কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসে দেখিয়েছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হাতে ভিক্ষে নিয়েছিলেন এই জন্য মহাপ্রভু তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

ফেসবুক বার্তা

এটা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর ফুসফুস এবং ধূমপায়ীদের ফুসফুস এর পার্থক্য।ছবিটি দেখে হতাশ হচ্ছেন? হতাশ হবার কিছু নেই এখনো যদি আপনি ধূমপান ছেড়ে দিন তাহলে ফুসফুস ক্ষতি হওয়া অংশ নিজে থেকে পুনরুদ্ধার করে এবং ১০-১৫ বছরের মাঝে আপনি আবার স্বাস্থ্যকর পূর্বের ফুসফুস ফিরে পাবেন।

বাম জমানার শেষ পর্বের অস্থিরতা ফের লাগু রাজ্যে

পার্থসারথি গুহ

সালটা ছিল ২০০৯। লোকসভা ভোটে অসাধারণ ফল করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করে তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সঙ্গে অবশ্য জোট বেধে ছিল সোনিয়া গান্ধির নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস। তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার রাস্তা গড়ে দিয়েছিল সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম ইস্যু। ছ–বছর আগের এই ঘটনা সম্পর্কে রাজ্যবাসী মোটামুটি কম বেশি ওয়াকিবহাল। এই লেখার উদ্দেশ্য আদৌ সেই স্মৃতি উসকে দেওয়া নয়। বরং সেই সময় থেকেই এই রাজ্যে নৈরাজ্যের সিরিজ চালু হয়েছিল এই লেখা তারই দলিল। কারণ সেইসময় থেকেই কার্যত এই রাজ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। মেঘে মেঘে বাড়বাড়ন্ত হয়ে যা এখন অশান্ত ঘূর্ণিঝড় হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সালে এই অরাজক পরিস্থিতি যখন কায়েম হয়েছিল তখন রাজ্যে বহাল ছিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। নামেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার মহাকরণে থাকলেও মূল ক্ষমতার দখল চলে গিয়েছিল প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলের হাতে। সেই ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত টানা দুবছর বামেরা তাই নামে সরকার চালালেও ক্ষমতার রশি চলে গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। এমনকি তৎকালীন মহাকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের মুখে এও শোনা যায় যে আমলা এবং পুলিশ প্রশাসনের একটা বড়সড় অংশ বিরোধী দলের হয়ে কাজ করা শুরু করে দিয়েছিল সেই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে। আসলে ক্ষমতার হাত যে দ্রুত বদল হতে চলেছে এই তাগিদ থেকেই আমলা এবং পুলিশের এই ভোলবদল পরিলক্ষিত হয়েছিল।

২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তন আসার পর সেই অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার রাজ্যের দায়িত্বে এসেছিল। ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে অন্তত দু–বছর পর। প্রথম মাস ছয়েক এই সরকারের বিভিন্ন কাজ এবং গতি মনে করাচ্ছিল স্থায়ীত্বের গন্ধকে। আগের বাম সরকারের ৩৪ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করার ব্যাপারে বাজি না লড়লেও রাজনীতির

আলোচনায় উঠে আসছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আরও একটি টার্ম তো অবশ্যই এমনকি বছর ১৫ থেকে যেতেও পারে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা নিজে বলছিলেন বিরোধীদের ২০ বছর চুপ করে থাকতে। বলাইবাহুল্য মুখ্যমন্ত্রীর তখনকার নিশানায় ছিলেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বামেরা (রাজ্যে তখন বিজেপির বাড়বাড়ন্ত একেবারেই ছিল না)। মুখ্যমন্ত্রী নিয়ম করে একটি কথা বলতেন, বামফ্রন্ট ৩৪ বছর ধরে রাজ্যকে ঋণ জর্জরিত করে গিয়েছে।

একথা ঠিক তাঁর অভিযোগ খুব একটা মিথ্যে ছিল না। তাও নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতা দখলের পর সবসময় পূর্বতন সরকারের সমালোচনার চেয়েও মানুষ তথা রাজ্যবাসী বেশি করে চাইছিল কাজ। তা প্রথম বর্ষপূর্তির প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। উৎসব, মেলা, পার্বনে হয়তো সরকারি টাকা খসছিল। তাও জঙ্গলমহলে উন্নয়ন–সহ প্রত্যন্ত এলাকায় সড়ক–বিদ্যুত, দার্জিলিঙে শান্তি আনতে আপামর প্রয়াস, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান ইত্যাদি কাজ যথেষ্ট সাড়াও ফেলেছিল সেই সময়। মানে সরকারের সমালোচনা বিরোধীরা করলেও সেভাবে সরব হতে পারছিলেন না। বিগত বাম জমানার অচলাবস্থা দূর করে মমতা যে কিছু করতে চাইছেন তা জাতীয় নেতারাও তুলে ধরছিলেন। বেশ মনে পড়ে এই শহরেই বণিকসভার আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীকালে গত বছর এই রাজ্যে এসে ফের একবার মমতার প্রশংসা শোনা গিয়েছিল মোদির মুখে। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, দিল্লিতে তাঁর (মোদি) সরকার, রাজ্যে মমতা এবং রাষ্ট্রপতিভবনে প্রণবদা এই তিনের সমন্বয়ে আগামীদিনে সমৃদ্ধ হবে বাংলা। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই চলছিল।

রাজ্যের সুস্থিতিটা পাল্টে যেতে শুরু করলো সারদা হাওয়ায়। প্রথম দিকে মানে সুদীপ্ত সেন গ্রেফতার হওয়ার পর্ব থেকেও পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। এমন কি বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সারদা ইস্যু কোনও ভাবে প্রভাব ফেলেনি রাজ্যে। নিরঙ্কুশ ভাবেই গ্রামপঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন জেলাপরিষদ কব্জা করেছিল শাসক তৃণমূল। স্বভাবতই বিরোধীদের মুখে ছাই দিয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল ঘাসফুল নেতৃত্ব। এই স্থিতিটাই অস্থিরতায় পাল্টে গেল সাংসদ সাংবাদিক কুণাল ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর। বস্তুত খেলার মাঠে যেরকম কোনও আউট বা কারও ধুন্ধুমার ব্যাটিং এক লহমায় পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে, কুণালের গ্রেফতারি সেই আগুনেই সলতে পাকালো। বলা যেতে পারে এটাই সারদা ইস্যুরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মোমেন্টাম। জলটা সেই সময় থেকেই ঘোলা হতে শুরু করল। আর সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী দল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত খারাপ সম্পর্কের সমীকরণ গড়ে ওঠা একটি প্রথম শ্রেণির সংবাদপত্র। রাজ্যের অরাজকতা বা বিচ্ছিন্নতার পরিবেশকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হতে থাকল যাতে করে গোটা দেশে এ রাজ্যের মানুষের সম্মানহানি হয়। তৃণমূল পরিচালিত সরকার যে ধোয়া তুলসি পাতা এই লেখা সেই মতকে কখনই সমর্থন করে না। আবার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অভিপ্রায় চরিতার্থ করতে কোনও সংবাদপত্র গোষ্ঠীর সরকার বিরোধিতাকেও মানা যায় না। আর সেটাই বর্তমানে এ রাজ্যে ঘটে চলেছে। যার ফলে সেই ২০০৯–এর পর থেকে চলা ২ বছরের অস্থিরতা নতুন করে দানা বেঁধেছে ২০১৪–র মধ্যবর্তী সময় থেকে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কেন্দ্রে পট পরিবর্তনও। দিল্লিতে নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় এসেছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। আগেই বলা হয়েছে এই সরকারের কান্ডারী মোদি ব্যক্তিগতভাবে প্রথম থেকেই মমতার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতে চাইছিলেন। বিভিন্নভাবে সে বার্তাও তুলে ধরেন তিনি।

অথচ রাজ্যবাসীর দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের ভোট কমতে পারে এই অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদি সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য শুরু করেন বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় তা আদৌ কাম্য ছিল না। এরপর সুপ্রিম কোর্টের রায় সারদা মামলা সিবিআই–এর হাতে যাওয়ার পর এই আগুনের ফুলকি দাবানলে পরিণত হতে শুরু করে। যার জের এখনও মালুম পাওয়া যাচ্ছে ভালো মতো। ফলে রাজ্যে তৃণমূলের সরকার কায়েম থাকলেও সমান্তরাল ভাবে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী–বিজেপি এবং অন্য বিরোধী দলের আরও একটি সরকার নিত্য চলতে শুরু করেছে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক।

এখানে বিরোধীরা শক্তিশালী হওয়া ভালো। কিন্তু আমলা থেকে প্রশাসন, পুলিশ থেকে গণমাধ্যমের একাংশ যদি সমান্তরাল ভাবে চলা শুরু করে তবে রাজ্যের ভিত যে দুর্বল হয়ে পড়বে তা বলাই বাহুল্য। এমনিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা তদন্ত হলেও বেশ কিছু পদক্ষেপ এবং বিজেপি নেতাদের আস্ফালন এতটাই মিলে যাচ্ছে তাতে প্রতিহিংসার ছাপ স্পষ্ট। এ ব্যাপারে দেখার জন্য অবশ্য শীর্ষ আদালত রয়েছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে এই নিয়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন পুরোদমে একটি সরকার রাজ্য চালাতে পারবে। যা কোনও ভাবেই পক্ষপাতদুষ্ট হবে না এবং নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে। নাহলে আগেকার মতোই অস্থিরতার গ্রাফ দিন দিন বাড়বে। এবং এমন একটা সময় আসবে যখন কার্যত রাজ্যবাসীর হাল ওষ্ঠাগত হবে।

গণহত্যায় রক্তাক্ত ভারতীয় গণতন্ত্র পর্ব ১০

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

নরওয়ের মধ্যরাতের সূর্যোদয়ে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ অথবা ভারতবাসীর রাতের স্বপ্ন ভেঙে স্বাধীনতার স্বপ্নাচারী হওয়া। পাঠক ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকে যেভাবেই ভাবুক না কেন, দাঙ্গার আগুন শুরু থেকেই স্বাধীনতার আনন্দকে আতঙ্কে পরিণত করেছে। ১৯৪৬–২০১৪ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ম–ভাষা–জাতপাত সহ একাধিক বিচ্ছিন্নতার কারণে সংখ্যা গুরু বনাম সংখ্যা লঘু গোষ্ঠী রক্তের হোলি খেলায় মেতেছে। ১৯৪৭–এ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলের দুরাভিসন্ধি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের হাতে ক্ষমতা তুলে বসবার পর দাঙ্গার আগুন জ্বালায়। নারীকে ধর্ষণ করার পর নবজাতকের তৃপ্তি–মাতৃস্তনের দুধ যাতে খেতে না পারে তাকে তরোয়ালের দ্বারা কেটে দেবে অথবা তার চেয়ে পাশবিক দানবীয়তায় স্বাধীনতা হয়ে উঠবে স্বাদহীন–শকুনের মৃতখাদ্য।

ভারতীয় গণতন্ত্রে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অপরাধীকরণ দাঙ্গা–অনুন্নয়ন চার্চিলের ভাবনাচিন্তাকে সফল করেছে। দুর্নীতি কেলেংকারী দাগী অপরাধীদের মন্ত্রী সংসদ হওয়ার ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যকে গত এক মাসের অধিক সময় ধরে তুলে ধরা হয়েছে। এবার দৃষ্টিপাত দাঙ্গার আগুনে বিধ্বস্ত স্বদেশ, বিপন্ন গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন। কবির কলমে 'প্রিয়াকে আমার মেরেছিস তোরা, ভেঙেছিস ঘর–বাড়ি।' শুরুটা হয়েছিল এই বাংলার মাটি থেকে যে বাংলায় অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসবে ফসল তোলার বেলায় রমা কৈবর্ত বা আসিফ শেখরা মেতে ওঠে পিঠেপুলি খাবার আত্মিকতায়। ১৯৪৬ এর ১৫ আগস্ট বিকালবেলা। বৃষ্টি শেষে আকাশে রামধনু দেখা দিয়েছিল। একটি বছর বাদে এই দিনটা তো আমাদের আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করবো। কিন্তু রাজনীতির ফড়েরা এত সহজে স্বাধীনতার আনন্দের স্বপ্ন দেখতে দেবে না। বাংলা ভাগ করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে যেন–তেন প্রকারে যুক্ত করতে হবে। মুসলিম লিগের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দি শহিদ মিনারে ঘোষণা করলেন, হয় বাংলা ভাগ নয়তো Complete action সেদিন শহিদ মিনারে সুরাবর্দির ঘোষণার সাক্ষী ছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সশস্ত্র সংগ্রামের নরমেধ যজ্ঞ শুরু হল পরের দিন ১৬ই অগস্ট সকাল ৮ টায় মেছুয়াবাজার চিৎপুর অঞ্চলে। এই দাপটের নাম দেওয়া হয়েছে The Great Calcutta Killing। শোনা যায় সুরাবর্দি সাহেব এই গণহত্যার ছক করেছিলেন ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। গল্পটা বলেছিলেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ তথা কলকাতার মেয়র কমল কুমার বসু। কলকাতায় দাঙ্গার আগুন যখন জ্বলছে, তখন সুভাষচন্দ্র বসুর মেজদা শরৎ চন্দ্র বসু সুরাবর্দি সাহেবকে ফোন করেন। জানতে চাওয়া হয় কেন দাঙ্গার আগুনে কলকাতাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে? সুরাবর্দির উত্তর 'রেডিও–এ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন শুনছি। কোথায় দাঙ্গা হচ্ছে?' সম্রাট নিরো তাঁর প্রিয় বাঁশির সুরে উপভোগ করছেন রোমের হিংসাধ্বংসের আগুন। সুরাবর্দি সাহেব বাংলা ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে শান্তিতে থাকতে পারে নি। পাকিস্তানের ইয়া ইয়া খান সরকার তাঁর ওপর মানসিক নির্যাতন চালিয়েছিল। তাকে ভারত থেকে আগত সারমেয় বলে মনে করা হত। অথচ এই হোসেন সুরাবর্দির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে।

হোসেন মহম্মদ সুরাবর্দির মূল্যায়ন করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতে বিভিন্ন রাজ্য দাঙ্গা–গণহত্যায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। মাইনর ওয়েডলার Indian Paradox বইতে লিখেছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যে জনজাতি গোষ্ঠী ভাষা ধর্ম জাত বর্ণে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য দাঙ্গা করে। ৪৬–এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাকে বাংলা বিহার পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিমে প্রদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দাঙ্গার আগুনে ১ লক্ষ লোক মারা যায়। সারা দেশে ৬ লক্ষর বেশি মানুষ গৃহহারা হয়। শুধুমাত্র কলকাতায় ৭২ ঘন্টায় ৫ হাজার মানুষের প্রাণ যায়, ১ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। স্বয়ং গান্ধিজীকে বেলেঘাটা আশ্রমে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মারতে গিয়েছিল। রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী যে দাঙ্গার আগুন জ্বালায় সেই দাঙ্গা রূপ নেয় সাম্প্রদায়িকতার গণ হত্যায়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরের বছর ১৯৪৮ সালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে ভারতের সাথে যুক্ত করা নিয়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্য পুলিশ এবং রজাকার ইসলামিক মিলিশিয়া যৌথ উদ্যোগে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নির্যাতন চালায়। নিজামের প্রত্যক্ষ মদতে এই দশা শুরু করে। রজাকাররা শহর মফস্বলে হিন্দুদের বাড়ি জ্বালিয়ে, মহিলাদের ধর্ষণ নির্যাতন, ধানক্ষেত নষ্ট করে। এমনকি জোর করে ধর্মান্তরকরণের ঘটনাও ঘটে। এই দাঙ্গা সামরিক বাহিনী সক্রিয়তায় দমন হয়। এই দাঙ্গায় সরকারী হিসাব অনুযায়ী ২০ হাজার নিরীহ গরিব মানুষ মারা গিয়েছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি ভারতের সাথে যুক্ত হবার পর এই দানবতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সুন্দরলাল কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি তার রিপোর্ট নেহেরু সরকারের কাছে জমা দিলেও তা এখনো পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে ওঠে নি। বর্তমানে জওহরলাল নেহেরু মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরিতে ক্লাসিফায়েড করে রাখা আছে।

উনিশের ষাটের দশকে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা একাধিক জায়গায় ঘটে। জাতীয় সংহতি পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৬ সালে ১৩২টি ১৯৬৭–তে ২২০, ১৯৬৮–তে ৩৪৬টি জায়গায় সাম্প্রদায়িক

হিংসার ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয় সামান্য বিরোধকে কেন্দ্র করে। মন্দিরের সামনে গো হত্যা, মসজিদের সামনে তারস্বরে মাইক বাজানো প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ভিন্ন ধর্মের মহিলাকে বিয়ে অথবা জোর করে ক্ষেতের জমি দখল করে বিরোধ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের চেহারা নেয়। অবশ্যই এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে। যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে হিন্দুরা, যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে মুসলিম মাতব্বররা নিরীহ গ্রামবাসীর পারস্পরিক বিশ্বাসকে আঘাত করে দাঙ্গা করেছে।

গান্ধি অহিংসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষের মুহূর্তে গুজরাটে আমেদাবাদ নগরটি দাঙ্গার রক্তে কলুষিত হয়। ঘটনাটা ঘটে ওই বছর ১২ই সেপ্টেম্বর। মুসলিম সন্তর জন্মদিন উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বার করা হয়েছিল। এই সময়ে এক দল সাধু গরু নিয়ে আশ্রমে ফিরছিল। শোভাযাত্রা থেকে সাধুদের উদ্দেশ্যে উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করা হয়। মুসলিম যুবকরা মন্দিরে ঢুকে দেব–দেবীর মূর্তি ভাঙচুর করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় হিন্দুরা কোরান পুড়িয়ে দিয়ে এবং সশস্ত্র ভাবে মুসলমানের ওপর আক্রমণ চালায়। গুজরাটের দাঙ্গায় এক হাজার মানুষ মারা যায়। ত্রিশ হাজার গৃহহীন হয়। যাদের মধ্যে বেশির ভাগ জনগণ ছিল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত। প্রয়াত সাংবাদিক খুশবন্ত সিংহ আক্ষেপ করে লিখেছেন, আলিগড় রাঁচি–আমেদাবাদ ভারতের ভৌগোলিক অবস্তান খুন–হত্যার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

'ধর্ম' সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাতাসে নিশ্বাস নিতে যেমন বাধ্য করেছে ভাষাগত সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণেই দাঙ্গা হয়েছে। অসমে বাঙালি খেদাও আন্দোলন ৬০–এর দশকে বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল বিভীষিকাময়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে পাঁচটি জেলা কাছাড়, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়ায় সেই সময় সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক ছিল বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। ডিব্রুগড়ে ওএনজিসি (ওয়েল এ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যাঙ্ক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালিরা যুক্ত ছিল। তবে 'বঙ্গাল' শব্দটার মধ্যে দিয়ে বাঙালির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে আসাম থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে অসম সাহিত্য সভা অহমীয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি বসবার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ক্রমে এই আন্দোলন জঙ্গি আকার ধারণ করে। কামরূপ জেলার ২৫টি গ্রামে বাঙালি হিন্দুদের ঘর ভেঙে দিয়ে লুঠপাঠ শুরু করলে পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যরা একযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ঘটনা এবং পরিস্থিতির বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিচারপতি গোপাল মেহেরা এ দিয়ে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করে যে ৫০ হাজার বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা এবং বরাক উপত্যকায় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। গৌহাটির বাঙালি জেলা শাসক সহ ২০০জনকে আন্দোলনকারীরা খুন করে। ১৯৮০ সালে একই ভাবে মেঘালয়তে বাঙালি হিন্দুদের উচ্ছেদ করার আন্দোলন শুরু করে। মেঘালয় আইনসভার বাঙালি বিধায়ককে হত্যা করা হয়। ১৯৮০র জুন জুলাই মাসে মেঘালয়ের জাতি দাঙ্গায় ১,০৭৬ জন বাঙালি এবং ২৭৮ জন উপজাতিকে খুন করা হয়। ১৯৮১ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী ১১৯,৫৭১ জনসংখ্যা ছিল মেঘালয়ে। বাঙালির সংখ্যা ছিল ৮.১৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালে তা কমে হয় ৫.৯৭ শতাংশ। ২০১১ সালে মেঘালয় বাঙালি বসবাসকারি সংখ্যা কমে ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে বাঙালি খেদাও এখনও চলছে।

অসমে বাঙালি খেদাও আন্দোলন ৬০–এর দশকে বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিল বিভীষিকাময়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চলে পাঁচটি জেলা কাছাড়, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়ায় সেই সময় সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেক ছিল বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। ডিব্রুগড়ে ওএনজিসি (ওয়েল এ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন) সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ব্যাঙ্ক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালিরা যুক্ত ছিল। তবে 'বঙ্গাল' শব্দটার মধ্যে দিয়ে বাঙালির পাশাপাশি হিন্দি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে আসাম থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে অসম সাহিত্য সভা অহমীয়া ভাষাকে রাজ্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

সন্ত্রাস দমনে শক্ত হতে হবে পুলিশকে : রাজনাথ সিং

পিআইবি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, দুষ্কৃতী ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

করতে পুলিশ বাহিনীকে মানুষের বন্ধুর মতো অথচ শক্ত হতে হবে। গত ২ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে তিনি কর্ণাটক রাজ্যের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন। তিনি কর্ণাটক পুলিশকে জরুরি ভিত্তিতে বাহিনীর শূন্যপদগুলিতে কর্মী নিয়োগ করতে বলেন। বর্তমানে ঐ রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে প্রায় ২০ শতাংশ পদ খালি রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাহিনীর সামগ্রিক আধুনিকীকরণের ওপর নজর দিতে বলেন তিনি। বেঙ্গালুরুতে বসবাসকারী উত্তর–পূর্বাঞ্চলের মানুষজনদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। এছাড়া, মন্ত্রী রাজ্য প্রশাসনকে বাংলাদেশের অবৈধ আগমনকারীদের কর্ণাটক প্রবেশের বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেন। চালু থাকা সিম কার্ড বিক্রির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টিও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। কর্ণাটক সরকার কেন্দ্রের কাছে তাদের রাজ্যের জন্য ইন্ডিয়ান রিজার্ভ পুলিশের দুটি অতিরিক্ত ব্যাটেলিয়ান অনুমোদনের অনুরোধ জানায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তাদের প্রয়োজনটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। শ্রী রাজনাথ সিং আরও জানান যে, রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে কেন্দ্র মেরিন ইন্ডিয়া রিজার্ভ বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করবে।

সীমান্তে দক্ষতা বাড়াতে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সীমান্ত রক্ষায় কর্মীদের আরও দক্ষতা বাড়াতে সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি দুটি কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দিল ৯৮ জনকে। ফালাকাটায় নিজেদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও শিলিগুড়িতে রাণীডাঙার ক্যাম্পাসে গত ৪ ফেব্রুয়ারি এসএসবির ডিজি বি ডি শর্মার বিশেষ নির্দেশে আয়োজিত দুটি কর্মশালার উদ্বোধন করেন যথাক্রমে শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আই জি কুলদীপ সিং এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি শাকিল আহমেদ। কুলদীপ সিং বলেন ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে সীমান্তবাসীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে দেশের সুরক্ষার বুনিয়াদকে মজবুত করার লক্ষ্যে। উপস্থিত ছিলেন নেপালের ভারতীয় কনসাল জেনারেল জে কে শর্মা, ভুটানের ডেপুটি চিফ অফ মিশন বিশ্বদীপ দে, জলপাইগুড়ি সেক্টরের ডিআইজি এইচ ডি গাড্ডে, শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের স্টাফ অফিসার কিরণ রেজওয়াল ও সঞ্জয় সারেঙ্গী, ৪১ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডান্ট সুধীর বর্মা, অ্যাটর্নি জেনারেল এস কে ধর, কিষাণগঞ্জ এরিয়ার অর্গানাইজার লীনা গুপ্তা সহ উচ্চপদস্থ আধিকাকিরা।

রাণীডাঙা সেক্টরের ডিআইজি এস কে মল্লিক জানান কর্মশালায় প্রশিক্ষণ শেষে দুটি গ্রুপে ভাগ করে কর্মীদের লোগো লাগানো সাদা পোশাকে পানিট্যাঙ্কি ও জয়গাঁর সীমাচৌকিতে নিয়োজিত করা হবে প্রয়োজনের নিরিখে যাতায়াতকারীদের তল্লাশির জন্য। তিনদিনের এই কর্মশালার মাধ্যমে গ্রুপের কর্মীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস্, মাদক ও মানব চোরাচালান, জালনোট, দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন কানুন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্র, রাজ্য ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আধিকারীকদের মাধ্যমে প্রশাসন দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁরা কর্তব্য পালনের সময় নিজের নিজের দায়িত্ব ও সীমা রেখা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন থাকেন।

মেডিকেয়ারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : গত ১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির ডোন্ডাড়িরা চৌরাস্তা মোড়ের মেডিকেয়ার নার্সিংহোম তাদের তৃতীয় বর্ষের বাৎসরিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। প্রায় ২৫০ ডাক্তার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনিলকান্তি দাস, ডাঃ বিজন বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নোদাখালি থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা অনুষ্ঠানে বলেন, গ্রামীন এলাকায় মেডিকেয়ার নার্সিংহোম সুলভ মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে। নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাঃ মহিহার রহমান বলেন, মেডিকেয়ার নার্সিং হোমে আর এস বি ওয়াই প্রকল্প চালু হয়েছে। গরিব মানুষ সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা এখন থেকে পাওয়া যাবে। মানুষদের ন্যায্য মূল্যে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

দুই বাংলার নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী দুই বাংলার থিয়েটার। তারই উদ্বোধন হল শিশির মঞ্চে ৪ ফেব্রুয়ারি। এই দিন রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের চরিত্র অবলম্বনে 'সত্যরাজার দেশ' নাটকটি সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। এছাড়াও ঢাকার নাটকের দলের 'রাইফেল' নাটকের পটভূমিও সকলকে মুগ্ধ করে। তবে নাটককে আরও সকলের কাছে পৌছে দিতে হবে কারণ বিনা পয়সায়ও নাটকের দর্শক খুবই ক্ষীণ। তবে জনগণকে মেগা সিরিয়াল ছেড়ে বের করে প্রেক্ষাগৃহপ্রেমী করতে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

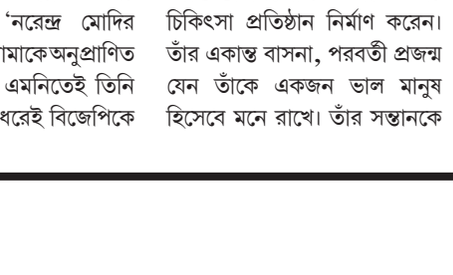

নকল বিদেশি মদের রমরমা ব্যবসা চলছে দক্ষিণ শহরতলীর গ্রামীণ এলাকায়

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলি এবং গ্রামীণ এলাকার হাটে বাজারে এমনকি কয়েকটি সরকারি দোকানেও নকল বিলেতি মদের রমরমা ব্যবসা চলছে। যে কোনও দিন মগরাহাট বিষ মদ কান্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অঞ্চলবাসী। স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগসাজসে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এই জাল বিলেতি মদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সূত্রের খবর নির্জন বাগানে কিংবা নিরিবিলি স্থানে নকল বিদেশি মদ তৈরি চলছে। কেমিক্যাল, বিলাতি মদের বোতলে লেবেলিং এক বোতলের বটেলিং করার যন্ত্রপাতি নিয়ে এই ব্যবসা চলছে।

কৃত্রিম রঙ এবং চোলাই মদের মিশ্রণ দিয়ে এই মদ চলছে। কোনওরকম ল্যাবরেটরির পরীক্ষা নিরীক্ষা না করেই এই মদ পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন দোকানে। এই নকল মদ তৈরি করার জন্য 'বিশেষজ্ঞ' পারদর্শী ব্যক্তিদের টাকার মূল্যে ভাড়া করে আনা হচ্ছে। আসল ও নকল বিলাতি মদের বোতলকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। সরকারি দোকান ছাড়াও বিভিন্ন হাটে বাজারে গোপনে অনেক জায়গায় এখন বিলাতি মদ বিক্রি হয়। তাদের কাছেই মূলত এই মদ চালান হয়ে যাচ্ছে। আসল মদের হাফ দামে এই মদ কিনছেন ব্যবসায়ীরা। বিক্রির সময় আসল মদের মতোই কিংবা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে নকল মদ। সূত্রের খবর দক্ষিণ শহরতলির শেরপুর, আমড়াতলা, মল্লিকপুর, ফলতা, পৈলানে এই নকল বিলেতি

মদের রমরমা ব্যবসা চলছে। ওই সূত্র জানাচ্ছে বেশ কিছু সরকারি দোকানেই এই নকল মদ চালান হচ্ছে। এখনই আবগারী দফতর এবং পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ না নিলে মগরাহাট কান্ডের মতো যে কোনো দিন মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ডাঃ অর্ণব ঘোষ জানালেন, নকল বিদেশি মদে যদি কৃত্রিম রঙ এবং যথার্থ অ্যালকোহলের মাত্রা ঠিক না থাকে, তাহলে শরীরের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে নার্ভের স্থায়ী সমস্যা তৈরি হবে। প্রসঙ্গত, গত ৫ ফেব্রুয়ারি নোদাখালি থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামের ইদগার সন্নিকটে একটি নকল বিলেতি মদ তৈরির ঠেকে জেলা আবগারি দফতর হানা দেয়। মদ তৈরির সরঞ্জাম সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে আবগারি দফতর। ওই ঠেকের মূল পান্ডা এখনও অধরা। সূত্রের খবর প্রায় দুমাস ধরে এই ঠেকের নকল বিলেতি মদ তৈরি হচ্ছিল। ব্র্যান্ডেড কোম্পানির দামি বিলেতি মদের আদলে এখানে নকল মদ তৈরি হত। জেলা আবগারি দফতরের আশঙ্কা নকল বিলেতি মদ ইতিমধ্যেই বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ভারত পেট্রোলিয়াম এর উদ্যোগে জনধন যোজনা ও গ্যাস বাঁচাও কর্মসূচি

বজবজ প্রেস ক্লাব : ভারত পেট্রোলিয়াম বজবজ শাখার উদ্যোগে ১৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি ১৫ দিন ব্যাপী এক প্রচার অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। তেল ও গ্যাস অপচয় বন্ধ ও সংরক্ষণ, জনধন যোজনার কর্মসূচির উদ্দেশ্যে এক সাইকেল যোগে প্রচার কর্মসূচি পালন করে বজবজ পোকপাড়ী থেকে ভারত পেট্রোলিয়াম পাম্প পর্যন্ত। ৩০০ জন এই সাইকেল কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির সূচনা করেন ভারত পেট্রোলিয়াম এর ইনস্টলেশান ম্যানেজার ডি এন জন ও বজবজ থানার আই সি শান্তনু বসু। উপস্থিত ছিলেন অপারেশন ম্যানেজার শান্তনু দাস, শুভাশিষ সমাদ্দার ও বি এক্কা সহ আরও অনেকে।

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা আন্ত কলেজ ২৬তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাগর হরিণবাড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এছাড়াও জয়েন্ট ডি পি আই উচ্চ শিক্ষাদপ্তর ডঃ সহিদূর রহমান, সস্ত দাস চক্রবর্তী প্রাক্তন চেয়ারম্যান দক্ষিণাঞ্চল স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রতিযোগিতা ক্রীড়া সমূহের অবজার্ভার ডঃ সন্দীপ শংকর ঘোষ, সাগর মহাবিদ্যালয়ের টিচার্স ইনচার্জ অধ্যাপক প্রবীর কুমার খাটুয়া, অধ্যাপক অসীম কুমার মণ্ডল, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীগণ ধীরেন্দ্র নাথ দাস, ভাগ্যধর বারিক, অদ্বৈত মাইতি, সাগর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগত উপস্থিত থেকে খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। বর্ণময় ছন্দময় এইরূপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালক হিসাবে পরিচালনা করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জিলা আন্ত কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১৪টি কলেজের ২০টি ইভেন্টে ১৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারি গড়িয়ার দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ কলেজে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবল খেলার ফাইন্যালে দক্ষিণ বারাসত ধ্রুব চাঁদ হালদার কলেজ ৩–০ গোলের ব্যবধানে ডায়মণ্ডহারবার ফকির চাঁদ হালদার কলেজকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ানস ট্রফি লাভ করে।

বজবজ কলেজ টিএমসিপি–র দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ কলেজে ২৮ জানুয়ারি নির্বাচন হয় শান্তিতে। শাসকদলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৩৭টি আসনে ও এসএফআই ১টি আসনে জয়ী হন। উল্লেখ্য ২০ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও এসএফআই সমর্থকদের মধ্যে বচসা, ধাক্কাধাক্কি মারপিট বেধে গেল দু পক্ষের মধ্যে। রেহাই পায়নি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি সহ পুলিশ কর্মীরাও। আক্রান্ত হয় তারাও। তবে পুলিশি তৎপরতায় অশান্তি বড় আকার ধারণ করেনি।

এই জয় প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন ''ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি সচেতন, বিবেচনা করে তারা ভোট দিয়েছেন কারা তাদের পাশে থাকা, কারা থাকবে, সেই সব নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকেই ভোট দিয়েছেন।'' সিপিএমের জোনাল সম্পাদক ঋষি পোদ্দার বলেন আগামি দিনে ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়ার দিকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন নজর দেবে।

পুরসভার উচ্ছেদ অভিযান

দীপক ঘোষ, বজবজ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোডে ১০০টির বেশি দোকান উচ্ছেদ করল বজবজ পুরসভা। পুর প্রশাসন ছোট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করার পর ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়। অনেক ব্যবসায়ী নিজেরা তাদের জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার পর উচ্ছেদ কাজ চলে। পুর কর্মচারী বিভাস ভট্টাচার্য কাউন্সিলার দীপক ঘোষ এর তত্ত্বাবধানে এই অভিযান চলে, তবে স্থানীয় পুলিশ–এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন ৯০টি দোকান পাকাপাকি ভাবে তৈরি করে দেওয়া হবে। আগামীতে ৩–৪ দিন এর মধ্যে কাজ শুরু করা হবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছোট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুনীল দাস জানান পুরসভার এই পরিকল্পনা ভাল। আমাদের স্থায়ী দোকান হবে, এবং ট্রেড লাইসেন্সও হবে। উল্লেখযোগ্য ভাবে রাস্তাও চওড়া হবে। স্থানীয় কাউন্সিলর দীপক ঘোষ বলেন ৯টি কনট্রাকটরকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করতে হবে। আগামী ২ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দাদাগিরির অমিত এবার লিমকা বুকে

মলয় সুর, চুঁচুড়া : সূক্ষ্ম অক্ষর লেখার জন্য অমিত মজুমদার মাইক্রো আর্টিস্ট হিসাবে পরিচিত। তিনি একদিন একটা চালের উপর ১০৩টি শব্দ এবং ২৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম লিখে নজির সৃষ্টি করেন। এছাড়া এক ইঞ্চি সরস্বতী মূর্তি তৈরি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত বর্ষে সংস্কৃতি এক্সপ্রেস ট্রেনের মডেল করার দরুণ চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। কয়েকদিন আগেই চন্দননগর পুরনিগম আয়োজিত মেরিপার্কে 'চন্দননগর উৎসব' চলাকালীন মেলার স্টলে দেখা হল অমিতের সাথে। অমিতের একাগ্রতা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বেশ কয়েকবছর ধরেই নেমেছেন অক্ষরকে অণুবীক্ষণিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার অনুশীলনে। সে রীতিমতো অবাক করে এগিয়ে গিয়েছে। যা অনেকের চোখ কপালে উঠেছে। যেমন (১) একটি বাঁশকাঠি চালের উপর গণেশের মূর্তি (২) চালের উপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি (৩) চালের উপর সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ (৪) দূর্গার মূর্তি (৫) চালের উপর গীতার শিল্পকর্ম, (৬) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি চালের উপর। ৩২ বছর বয়সী অমিত জানিয়েছেন, এই কাজে ট্রিপল জিরো তুলি, পোস্টার রং, সোর্না প্লাস, ছুরি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয়। তবে ইতিমধ্যেই জি বাংলা চ্যানেলে 'দাদাগিরি' এপিসোডে বাংলার পাঁচরত্ন খুব শীঘ্রই হাজির হতে চলেছে। এর মধ্যে কৃষ্ণনগরের মনোজ মণ্ডল অতি ক্ষুদ্রকায় প্রেসার কুকার তৈরি করেছেন। তৃতীয় জন বনগাঁর প্রতিবন্ধী পরিমল বিশ্বাস আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়ন, গঙ্গায় ফুটবলের উপর বিভিন্ন কেরামতিতে পারদর্শী। চতুর্থ গাইঘাটার অরবিন্দ রায় এক গ্রাম ওজনের সোনার ১৮ ইঞ্চি চেন তৈরি করে ওয়ার্ল্ড গিনিস বুকে নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া কুমার মণ্ডল বিশাল লুডো তৈরি করে লিমকা রেকর্ড বুকে নাম তুলেছেন। তবে অমিতের স্বপ্নকে সার্থক করার কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগনার গাইঘাটার অরবিন্দ রায় তিনি আবার বিভিন্ন নকশায় সোনার গহনা তৈরি করেন। অবশ্য অমিতের লক্ষ্য একটাই যত দ্রুত সম্ভব লিকমা বুক অফ ইয়ার রেকর্ডে নাম লিপিবদ্ধ করা। তাঁর কাগজ পত্র সংক্রান্ত বিষয় লিমকা দফতরে জমা পড়েছে। উল্লেখ্য, এবার মহিলাদের চুলে দেশের নাম লিখে নতুন নজির সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন।

সাগরে চিটফান্ড কর্তার বাড়িতে ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

বিরোধীরা রাজনীতি করার জন্য এই প্রচার চালাচ্ছে। ইলোরা ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড নামে একটি চিটফাণ্ড সংস্থা তৈরি করেন মৃত্যুঞ্জয়নগরের অনন্ত আচার্য। চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করে সংস্থা। কিন্তু সারদা–কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর সংস্থা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। পথে বসেন হাজার হাজার এজেন্ট ও আমানতকারী। সেই থেকে বাড়ি ছাড়া সংস্থার মালিক অনন্ত। এদিন কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া থেকে সাতশ এজেন্ট ও আমানতকারী অনন্তর মৃত্যুঞ্জয়নগরের বাড়িতে জড়ো হন। বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতারিতরা। বিক্ষোভের আঁচ বাড়তে থাকে। বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালাতে থাকেন বেশ কয়েকজন। অনন্তকে খুঁজতে থাকেন প্রতারিতরা। কিন্তু অনন্তকে না পেয়ে তাঁর এক জেঠতুতো ভাই ও তিন ভাইপোকে টার্গেট করেন বিক্ষোভকারীরা। দু–পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এজেন্ট ও আমানতকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অনন্তর ভাই, ভাইপোদের ওপর। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মৃত্যুঞ্জয়নগর এলাকা। খবর দেওয়া হয় সাগর থানায়। ওসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জখম ৪ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হয়। বাড়িতে পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। শেষ খবর অনুযায়ী এই ঘটনায় গ্রেফতার ২৯ জনের মধ্যে ১৯ জনকে জেলহাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অপর ১০ মহিলাকে অবশ্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা ও রাজনীতির মেলবন্ধনে সামাজিক উন্নয়ন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সুদর্শন সদালাপী মানুষটি পেশায় চিকিৎসক। তাঁর অভিধানে 'না' বলে কিছু নেই। একারণে সব সময়েই 'ইয়েস ম্যান' ডা. মলয়কৃষ্ণ সাহা। প্রায় ৬৯ বছর বর্ষীয়ান চিকিৎসক মলয়বাবুকে দেখলে বয়সটা বোঝাই যায় না। বনগাঁর প্রতাপগড়ের অহঙ্কারবিহীন এই মানুষটির অকৃপণ ব্যবহারের প্রশংসায় বাসিন্দারা সকলেই প্রায় পঞ্চমুখ। জানালেন, পারিবারিক কারণেই তাঁর এই পেশায় আসা। কারণ পরিবারের সকলেই ডাক্তার। বাবাও চিকিৎসক ছিলেন। ২০০৫ সালে ১০৬ বছর বয়সে বাবা মারা যান। রাজনৈতিক পরিবার থেকে উত্থান না হলেও সমাজ সেবার প্রতি তাঁর আকর্ষণ দীর্ঘদিনের। এই আকর্ষণ থেকেই সম্প্রতি তাঁর রাজনৈতিক ময়দানে পদার্পণ, বলে দাবি। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানালেন, সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিজেপি'তে যোগদান করেছেন। দেশে ও রাজ্যে এতগুলো রাজনৈতিক দল থাকলেও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শুরুতেই তিনি বিজেপিকে বাছলেন কেন? এ প্রশ্নের অকপট উত্তরে বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি,বক্তব্যআমাকেঅনুপ্রাণিত করে।' জানালেন এমনিতেই তিনি মনে মনে বহুদিন ধরেই বিজেপিকে সমর্থন করতেন, ভোটও দিতেন। এবার নরেন্দ্র মোদির টানে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ। তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, স্বচ্ছ প্রশাসন, উন্নত দেশ গড়ার ডাকে সামিল হতে চান বলে মলয়বাবু উল্লেখ করেন।

ডাক্তারি পাশ করার পর ১৯৮৪ সালে বনগাঁ হাসপাতালের কাছে 'ড্রিমল্যান্ড নার্সিং হোম' নামে একটি নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রায় বছর দশেক পর বারাসতে মেগাসিটি নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠাকালে তিনি একজন অংশীদার হিসেবে ছিলেন। প্রায় বছর দুই পরে মেগাসিটি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর ২০০৩ সালে বারাসতে 'ইকো হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনোস্টিক' নামে একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তাঁর একান্ত বাসনা, পরবর্তী প্রজন্ম যেন তাঁকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে মনে রাখে। তাঁর সন্তানকে

ডা. মলয়কৃষ্ণ সাহা

মানুষ যেন বলে যে তার বাবা একজন ভাল লোক ছিল। এতে তিনি গর্ব অনুভব করবেন বলে মন্তব্য করেন।

পেশাগত প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, অধিকাংশ চিকিৎসকই ভাল ও আন্তরিক। যে কোনও রোগীকে সুস্থ করা তাঁদের একটা চ্যালেঞ্জ। তা সে মহাশত্রু হোক না কেন। তবে দু–চার জনের জন্য সমগ্র চিকিৎসক মহলের দুর্নাম হয়।' একটি চিন্তাভাবনা মেলে ধরে বলেন, 'কালে কালে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে কর্পোরেট হাউসগুলো ক্রমশ বড় হবে। তারা একের পর এক শাখা খুলবে। কিন্তু ছোট ছোট নার্সিংহোমগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এদের ভবিষ্যৎ ভাল না।'

রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'রাজনীতিবিদ মানেই অসৎ নয়। ইচ্ছে থাকলে সৎ থাকা যায়, কাজ করা যায়।' তবে এটা তিনি কাজের মাধ্যমেই দেখিয়ে দিতে চান। পাশাপাশি তিনি জানালেন, দলের পক্ষ থেকে তাঁকে কোনও দায়িত্ব অর্পণ করা হলে, তা তিনি পালন করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই তিনি বনগাঁয় বিনামূল্যে রোগী দেখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই কাজে তিনি আরও বেশি সময় দিতে চান বলে জানালেন। বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়াও প্রতি তিন–চার মাস অন্তর একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির করেন। এছাড়াও খেলাধূলোতে সহযোগিতা সহ প্রচুর সমাজসংস্কারমূলক কাজ করে থাকেন।

এমনকি কোনও রোগী বিপদে পড়লে তাকে সবরকমের সহায়তা করেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। আপাদমস্তক বাস্তববাদী চিকিৎসক মলয়বাবু দুর্গাপুজো সহ বিভিন্ন পুজোর আড়ম্বরের সমালোচনা করলেন। তাঁর অভিমত, পুজোর অতি আড়ম্বরের জন্য অর্থ ব্যয় না করে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলি তা থেকে টাকা বাঁচিয়ে ছোট ছোট শিল্প করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে একটি সামাজিক অভিমুখ তৈরি হয়।

সবশেষে, বিজেপিতে যোগদান করার কারণে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রসঙ্গে খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হয়। এ প্রশ্নেরও সহজ উত্তরে বলেন, 'মানুষ অসন্তুষ্ট। তাদের বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে। এই আঘাতের কারণেই চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে চলে যেতে হয়েছে। আর একই কারণে পরিবর্তনের সরকারেরও পরিবর্তন হবে।' একই সঙ্গে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় 'সোনার বাংলা' দেখার প্রত্যাশী।

এ সপ্তাহের মুখ

ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়

ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ১ কোটি ৪১ লক্ষ নতুন ক্যান্সারের ঘটনা জানা গিয়েছে এবং এই রোগের কারণে ৮২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যানে আরও জানানো হয়েছে যে, বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বয়স্কতার কারণে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১ কোটি ৯৩ লক্ষ করে নতুন ক্যান্সার রোগের ঘটনা জানা যাবে। ২০১২ সালে অর্ধেকেরও বেশি (৫৬.৮ শতাংশ) ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং এই রোগে মৃত্যুর (৬৪.৯ শতাংশ) ঘটনা বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলে ঘটেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই অঞ্চলগুলিতে ক্যান্সার আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেখানে অবাস্তব যুক্তি জীবনের পরিসমাপ্তি নিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে যখন ভারত বিশ্বের আরও অনেক দেশের সঙ্গে বিধ্বংসী ক্যান্সার রোগের মহামারীর কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন এই রোগের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা ও রোগ প্রতিরোধ করা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জুড়ে ক্যান্সার দিবস পালনের উদ্দেশ্য হল, এই রোগের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রোগ প্রতিরোধে, নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় উৎসাহিত করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২০১১ সালে এই রোগ সম্বন্ধে হানিকারক অবাস্তব যুক্তি ও ভুল ধারণাগুলি দূর করতে বিশ্ব জুড়ে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে। গত বছর বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের মূল বিষয়বস্তুই ছিল, এই রোগ সম্বন্ধে হানিকারক অবাস্তব যুক্তিগুলি দূর করা ও ভুলভ্রান্তির অবসান ঘটানো। এ বছর বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের মূল ভাবনা হল, 'ক্যান্সার আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়'।

আশা করা হচ্ছে, এ বছরের বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে এই রোগের মোকাবিলায় ইতিবাচক ও অতিসক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। ক্যান্সারের সমাধান রয়েছে এবং এই রোগ আয়ত্বের বাইরে নয়, সকলেই এর মোকাবিলা করতে পারে– এ বছরের মূল ভাবনাতে এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হবে। এ বছরের ক্যান্সার সচেতনা অভিযানের উদ্দেশ্য হল ক্যান্সার প্রতিরোধ, আগাম রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও পরিচর্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করার পন্থা–পদ্ধতি খুঁজে বের করা। সেইসঙ্গে, সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলিকে প্রশস্ত করা যাতে করে, বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার রোগের বোঝা লাঘব করা যায়। একজন ব্যক্তিবিশেষ, একটি সমাজ ও সরকারের ক্রমপুঞ্জিত প্রয়াস এই মারণ রোগের সমাধানগুলিকে সহজ ও সরল করতে যেমন সাহায্য করবে তেমনই সমাজে এই রোগ সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে আসবে। সমবেত প্রয়াস গ্রহণ করলে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হয়ে উঠবে। তাই, ক্যান্সার আমাদের আয়ত্বের বাইরে নয়– একথা বলাই যেতে পারে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এবার বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল–স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গ্রহণ করা, আগাম রোগ নির্ণয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, সকলের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং জীবনযাপনের গুণমান বাড়ানো।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের (সিএনসিআই) এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট গায়ানোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডঃ সুবোধ চন্দ্র মিত্র ক্যান্সার চিকিৎসার একটি কেন্দ্র হিসাবে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তায়চিত্তরঞ্জনক্যান্সারহাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ডঃ মিত্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংক্রামক রোগের চিকিৎসা ও ক্যান্সার রোগের মৌলিক গবেষণা পরিচালনার জন্য এই শহরে একটি স্বতন্ত্র হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক মাদাম জে কুরি ১৯৫০–এর ১২ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। ক্যান্সার রোগের মৌলিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৯৫৭ সালে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার এক সঙ্গে মিশে গিয়ে ১৯৮৭ সালে সিএসসিআই নাম হয়। উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব ভারতের অগ্রণী আঞ্চলিক ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। বর্তমানে সিএনসিআই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা। বিগত ছয় দশক ধরে পূর্ব ভারতের এক ও একমাত্র এই আঞ্চলিক ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্রটি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলির রোগীদের সেবা করে চলেছে। সিএনসিআই–এর চন্দননগরে একটি শাখা রয়েছে, যেখানে পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষের চিকিৎসা করা হয়। রোগীদের চিকিৎসা ও গবেষণাধর্মী কাজকর্মের দিক থেকে সিএনসিআই আজ উৎকর্ষ কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বর্তমানে, এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণভাবে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের রোগীরা এই হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণ নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন। ৫০০ জনেরও বেশি রোগী নিখরচায় চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন, যাঁদের অধিকাংশকেই ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় আরোগ্য নিধি প্রকল্পের আওতায় কেমোথেরাপি সংক্রান্ত ওষুধপত্র দেওয়া হয়।

শিশুরাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। তাই, আক্রান্ত শিশুদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া ও পরিচর্যার জন্য শীঘ্রই একটি পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি ওয়ার্ড চালু হতে চলেছে। কেমোথেরাপি চিকিৎসা, রক্তের ট্রান্সফিউশন ও অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন ক্যান্সার রোগীদের সুবিধার্থে ২০০৯–এর ৬ মার্চ থেকে এই হাসপাতালে দিবাকালীন একটি নতুন পরিষেবা ইউনিট চালু হয়েছে। দূর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা রোগীর পরিবারের সদস্যদের জন্য রাত্রিযাপনের আশ্রয়স্থল, শৌচাগার ও পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

সিএনসিআই–এর গবেষণা যে সকল বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, তাঁরা ক্যান্সার গবেষণার নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বনামধন্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ক্যান্সার রোগের বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা–নিরীক্ষার কাজও এখানে পরিচালিত হচ্ছে।

রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা পরিষেবা প্রধানদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই হাসপাতাল ও গবেষণা বিভাগের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই লক্ষ্যে, কলকাতার রাজারহাটে সিএনসিআই ১০ একর জায়গায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি নতুন হাসপাতাল ভবন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হবে। এই ভবনটি গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণ ও মৃত্তিকা পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডি পি আর) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ক্যান্সারের মৌলিক গবেষণাধর্মী কাজকর্মে দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সিএনসিআই হাসপাতাল ও গবেষণা বিভাগ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একযোগে কাজ করতে উৎসাহী যাতে করে, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ক্যান্সার রোগীরা আরও কার্যকর ও আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এই রোগের মোকাবিলা করতে পারেন।

লেখক: সিএনসিআই–এর সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি ওমেডিক্যাল অঙ্কোলজি বিভাগের ডাইরেক্টর

বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের ভাবনা

ভয়কে জয় করে যুবরাজ সিং

শৈশবেও কর্কটের নাগপাশ নিরন্তর প্রচেষ্টায় চিকিৎসকরা

ক্যান্সার বিজয়ীনি মণিষা কৈরালা

স্বনির্ভর প্রকল্পের হাত ধরে মাছ চাষে সাড়া জাগাচ্ছে ফলতা

সোনামনি কুঁতি

আমরা করব জয় একদিন' এই আদর্শে বিশ্বাসী এখন ফলতার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কোনও আন্দোলন করে নয়, কোনও রাজনৈতিক ধ্বজাধারী হয়েও নয়। নিজেদের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমের গুণে অর্জন করছে নিজেদের পরিচয়। স্বনির্ভর দল করে উপকৃত হচ্ছে গোটা ফলতা ব্লক। বিশেষ করে বঙ্গনগর ১, বঙ্গনগর ২, চালুয়ারি, দেবীপুর, বেলসিংহ ১, বেলসিংহ ২ নিয়ে মোট ১৫ অঞ্চল। এমনটাই জানান ফলতা পঞ্চায়েত সমিতি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশের কর্মাধ্যক্ষ রণজিৎ মন্ডল। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষকে। বিধায়কের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া তার একার পক্ষে উন্নয়নের পথে এতটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না।

স্বনির্ভর দলের সবচেয়ে উপযোগী এবং প্রধান কর্মসূচি হল রঙিন মাছ চাষ। গরিবের ঘরে ঘরে যে বেকারত্বের যন্ত্রণা রয়েছে তা মুছে দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে হবে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, মানুষের পাশে থেকে সরকারের উন্নয়নের সাথে তাদেরও সামিল করতে হবে এই সার্বিক প্রচেষ্টার কথা চিন্তা করে সরকার রঙিন মাছ চাষ এবং সাধারণ মানুষের উপকৃত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।

কর্মাধ্যক্ষ জানান, রঙিন মাছ চাষের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা পাচ্ছেন সরকারি অনুদান। ১২০০ মহিলার নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং ১১৩ জন মহিলা ইতিমধ্যে সরকারি অনুদানের প্রথম কিস্তি ৩০ হাজার টাকা হাতে পেয়ে শুরু করে দিয়েছে চৌবাচ্চা তৈরির কাজ। মাছের খাদ্য হিসাবে দেওয়া হচ্ছে ১২.৫ মেট্রিক টন শুধুমাত্র ফলতা অঞ্চলে। পুকুর থাকলে দেওয়া হচ্ছে সরকারি সাহায্যে মাছ চাষ করার সুযোগ। এমনকি মাছ চাষের সাথে যুক্ত এমন ৩০০ জন পাবে ৩০০টা বাইক। যাতে সহজে দূরে গিয়ে মাছ বিক্রি করতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মাছ সুরক্ষিত থাকবে এরকম গাড়িরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যার এক একটির মূল্য পাঁচ লক্ষ। এছাড়া মৎস চাষিদের সুবিধার্থে ২ কোটি ৬০ টাকা ব্যয়ে পৈলানে তৈরি হচ্ছে মাছের বাজার। জলের সমস্যা থাকায় রঙিন মাছের জন্য প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ জলের প্রকল্প গড়ে উঠছে।

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংস্থা এনএফডিবি (ন্যাশনাল ফিসারিজ ডেভলপমেন্ট বোর্ড) কথাও উল্লেখ করতে হয়। এনএফডিবি প্রধান দুজন কর্ণধার এম. ভি. রাও এবং চন্দন ছেত্রী সরকারকে বাইক এবং মৎসের গাড়ি দেওয়া ছাড়াও বিভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য করছেন। এম ভি রাও বলেন এনএফডিবি পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর কাজ করছে। মুদিয়ালি, কল্যাণী, কানপুরে বাজার তৈরির কাজ হচ্ছে। হাওড়াতেও বড় কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন মাছ চাষে নজর না দেওয়ায় এর উন্নয়ন স্তিমিত ছিল। বর্তমানে এনএফডিবি–র সাহায্যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। আগামী মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের মডেলে মাছ চাষ করা হবে যাতে মাছে বৃদ্ধি বা ফলন তাড়াতাড়ি হয় এবং ভারতের মধ্যে মাছ চাষে পশ্চিমবঙ্গ এখন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে জানান রাজ্যের মৎস দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা।

বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্করের উদ্যোগে ফলতায় ঘটছে নজিরবিহীন উন্নয়ন। স্বনির্ভর দল গঠন এবং রঙিন মাছ চাষ করে সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরেছে ফলতার বঙ্গনগর ২ অঞ্চলের প্রথম সরকারি অনুদান প্রাপ্ত 'মহাকালী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা গোপা মন্ডলের। প্রায় সাত বছরের পুরনো দল থেকে একাধিক সুযোগ সুবিধা পেয়েছে দলের সদস্যরা। অল্প সুদে ব্যাঙ্ক লোন কখনও ছাড় লোন পেয়েছে ২০, ২২ রকমের রঙিন মাছ চাষের সুযোগ। সংসারের দায়িত্বের পাশাপাশি ছেলে মেয়েদের ভালো স্কুলে ভর্তি করতে পারছে। এমনকি দলে কারোর অসুবিধা হলে সব সদস্য মিলে তাকে আর্থিক সাহায্যের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। মাছ চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে তারা কল্যাণীতে মিটিং করেছে। আগের জীবনের থেকে তারা এখন অনেক বেশি স্বাধীন এবং স্বনির্ভর। 'পুরুষোত্তম' দলের কৃষ্ণা সাউও বেশ উপকৃত তাদের আট বছরের পুরানো দল থেকে। অত্যন্ত কম সুদে যে কোন সময় তারা ব্যাঙ্ক লোন গ্রহণ করতে পারে।

মাছ চাষ করে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করে বঙ্গনগর ১ উত্তর জাফরপুর সোসাইটি দল। প্রকল্পে কার্যকারিতা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। মাছ চাষের আরো ভালো পদ্ধতি জানার জন্য সরকারি সহায়তায় প্রত্যেক দলের একজন সদস্য মোট ৬০ জন মহিলাকে দশ দিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চেন্নাইয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে এন. এফ. ডি. বি সহায়তা। লক্ষ্য সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা, মহিলাদের স্বনির্ভরতা। এই উন্নয়নকে পশ্চিমবঙ্গে ধারণ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মা মাটি মানুষের স্বার্থে।

কর্কটের জোড়া ছোবলে বিস্বাদেই কাটল ক্যান্সার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিসংখ্যান বলছে প্রতিবছর বিশ্বে ২ কোটি মানুষ নতুন করে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর পথে পা বাড়াচ্ছেন। ক্যান্সার তাই আজও মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় আতঙ্ক বলে চিহ্নিত।

ক্যান্সারের ছোবল দ্বিবিধ। একদিকে শারিরিক আক্রমণে প্রাণ নিচ্ছে। অন্যদিকে আক্রান্তের পরিবারকে আর্থিকভাবে নিঃস্ব করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পরপারে চলে গিয়ে যারা নিজেদের যন্ত্রণার অবসান ঘটাচ্ছেন তারা যাদের রেখে যাচ্ছেন তারা সারাজীবন যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রিয়জনের বিয়োগে মানসিক যন্ত্রণার পাশাপাশি নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষগুলি পিছিয়ে যাচ্ছেন জীবনধারণের লড়াইয়ে। বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে এ নিয়ে কেউ ভাবলেন কি? কেউ কি ভাবলেন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের কিভাবে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা দেওয়া যায়? কেউ কি ভাবলেন ক্যান্সারের ওষুধের দাম কিভাবে কমানো যায় যাতে আক্রান্তের পরিবারগুলি বাঁচে। বেসরকারি হাসপাতালগুলি কি ভাবল কিভাবে চার্জ কমিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যায়?

ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা বলছে বরং এর উল্টোটাই ঘটছে। ডাক্তার, হাসপাতালের মালিক, ওষুধ ব্যবসায়ী সকলেই ক্যান্সারের সুযোগে কিভাবে মুনাফা বাড়ানো যায় তার কথাই ভাবছেন। সরকারের তরফে কিছু চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু মোটেই যথেষ্ট নয়। সরকারের একার দ্বারা একাজ সম্ভবও নয়। এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি মালিকদের। তা না হলে সমাজের ক্যান্সারের ছোবলে দিশাহারা মানুষের মিছিল বাড়তেই থাকবে। আর সেমিনার, কর্মশালার লোক দেখানো পেশাদারিত্বে শেষ হবে ক্যান্সার দিবস। কোনদিন যদি সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় ক্যান্সারের চিকিৎসা হবে ন্যুনতম খরচে তবে ক্যান্সার দিবসের তাৎপর্য রক্ষা পাবে নইলে সবটাই লোক দেখানো।

আনন্দ সংবাদ

আর এস ভিলার

শুভ উদ্বোধন

১৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার ২০১৫

মেথরের পোল ও পাত্রপাড়ার মধ্যস্থল

দক্ষিণ রায়পুর মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

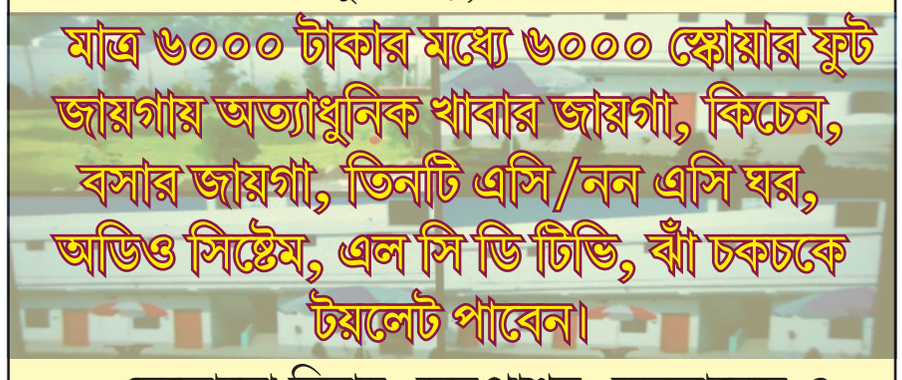

মাত্র ৬০০০ টাকার মধ্যে ৬০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গায় অত্যাধুনিক খাবার জায়গা, কিচেন, বসার জায়গা, তিনটি এসি/নন এসি ঘর, অডিও সিস্টেম, এল সি ডি টিভি, ঝাঁ চকচকে টয়লেট পাবেন।

যেকোনো বিবাহ, অন্নপ্রাশন, কনফারেন্স ও অনুষ্ঠানের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

ফোন নম্বর

8017129773 / 9836682203 / 9051957377

ওঁ গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজামি

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

আমাদের চোখের সামনে যা কিছু সৃষ্টি দেখি যেমন প্রাসাদোপম বাড়ি, একটি বিরাট সেতু–আকাশের রকেট আরও কত কি কিন্তু তার সব কিছুর একজন স্রষ্টা আছে। সৃষ্টি আছে স্রষ্টা নেই এই তত্ত্ব কোন ভাবেই সম্ভব নয়। মানুষটা হিসাবে যখন আমরা একটা এককোষী হিসাবে মাতৃগর্ভে থাকি সেই একটা কোষ থেকে কি অদ্ভুতভাবে আমাদের হাত, পা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের ভিতরে বিভিন্ন তন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্র, সংবহন তন্ত্র ইত্যাদি। অদ্ভুতভাবে তৈরি হয়, কেহ যেন তিলতিল করে গড়তে থাকে যেমন একজন চিত্রশিল্পী একটা ঠাকুর তৈরি করে। একটা কোষ থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি হয়। এটা এমনিতে হয় এটা ভাবা ঠিক নয়। কেহ একজন নিপুণ হাতে আমাদেরকে তৈরি করেন। পিতা মাতা যেমন একদিন একদিন করে তার শিশুকে বড়ো করে তোলেন ঠিক তেমনই আমাদের পরমপিতা আমাদের তিল তিল করে নিপুণভাবে আমাদের তৈরি করেন ও তার মধ্যে তিনি নিজে আত্মারূপে অবস্থান করে। জীবের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। গীতায় তাই বলছেন

অহং বীজ প্রদ পিতা— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন আমি সমস্ত জীবের প্রাণ, বীজ ও পিতা। আপনার দেহের সকল অঙ্গ অবিকল থাকলে ও আত্মাবিহীন তাহা জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। আমরা যতই ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করি কিন্তু স্রষ্টাকে অস্বীকার করে আমরা চরম মূর্খতার পরিচয় প্রদান করি।

আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কালে, ঋতুতে যা কিছু প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজী কাউকে না কাউকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

জীবনে বাঁচার জন্য প্রথম দরকার বাতাস–সেই বাতাস পৃথিবীতে যথেষ্ট দিয়েছেন। তিনি অন্যান্য গ্রহে কিন্তু সেই বাতাস দেন নি। তেমনি জল, আলো, খাদ্য, যাহা কিছু আমাদের দরকার তার যথেষ্ট যোগান তিনি দেবার ব্যবস্তা করেছেন। এই মূল প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি এমনি এমনি তৈরি হয় না কেউ না কেউ এটার ব্যবস্থা করেছেন প্রকৃতিতে যা কিছু আছে আমরা দেখছি তার একজন স্রষ্টা আছে।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজী তাই নিত্য সততং, চতুর্মুখে তার গান করছেন, গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজামি। তিনি প্রেম, ভক্তি ভালবাসা দিয়ে সদা গোবিন্দের পূজা করছেন। এই হল প্রকৃত ভাবনা। তিনি সমগ্র জগৎ সংসারকে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা শেখাচ্ছেন। জীবের আসল প্রবৃত্তি হল কাউকে না কাউকে ভালবাসা, সেবা করা। কিন্তু এই প্রবৃত্তিটা ভিন্ন পথে, বিপথে চালিত হচ্ছে। আমরা প্রথমে আমাদের শরীরকে ভালবাসি তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত কত কি যে করছি তার শেষ নাই।

শরীরের ভালবাসার পর নিজের প্রিয়জন বাবা মা তার পরে স্ত্রী, স্বামী পুত্র তারপর প্রতিবেশী তারপর দেশ, এইভাবে আমাদের ভালবাসার গতি প্রসারিত করছি, কিন্তু এই ভালবাসা বা প্রেম নিবেদন শেষে মানুষকে হতাশাচ্ছন্ন বা অনেক সময় বিপদগামী করে। সুতরাং এই ভালবাসা যতক্ষণ না ব্রহ্মাজীর পথের অনুসরণ না করে ততক্ষণ কিন্তু আপনার হতাশা কাটবে না। যেই আপনার ভালবাসা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিগুড় হবে তখনই আপনি প্রকৃত সুখ, শান্তি ও জীবনে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করবেন— গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজানি। আমরা সতত খাঁচার উন্নতি অর্থাৎ শরীরের চর্চা করছি এখন আবার যোগের নামে শরীর চর্চা করছি যাতে শরীরটাকে আরও ভোগের উপযুক্ত করে তুলতে পারি। যোগের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। শরীররূপ খাঁচার মধ্যে যে আত্মাও পরমাত্মা নামে দুটি পাখী অবস্থান করে তার কোন পরিচর্যা করছি না সেটা নাকি যোগের মূল উদ্দেশ্য আমাদের শরীরের আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করানো মূল যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে যোগের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। শরীর চর্চা। শরীকে কিভাবে আরও ভোগের উপযোগী করা যায়, তার

প্রচেষ্টা।

আমরা সবাই গাছের ফুল পাতা বাহারী গাছকে ভালবাসি এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ফুল বা পাতা ভালভাবে হবে যদি আমি গাছটাকে ভালভাবে পরিচর্যা করি, তাদের গোড়ায় জল দিতে হয় সার দিতে হয়। তবেই সুন্দর পাতা, ফুল ও ফল হয়।

ঠিক তেমনি আমাদের আদি পুরুষ বা আদি পিতা তাকেই যদি যত্ন করি তাকে যদি ভালবাসি তবে আমরা সবাই পুষ্ট হব।

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধ ভূজোপশাখা।

গাছের গোড়ায় জল দিলে আপনা থেকে তার শাখা, প্রশাখা, ফুল ফল পুষ্ট হয়।

তেমনি ভগবানকে ভালবাসলে আপনি তৃপ্ত হবেন সমগ্র সমাজ পুষ্ট হবে, তৃপ্ত হবে, শান্তি লাভ করবে। এটা অভ্রান্ত বৈদিক সিদ্ধান্ত।

গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজামি।

গাছকে ভালবাসলে গাছের গোড়ায় জল দিতে হয়। যত্ন নিতে হয়। ঠিক তেমনি শরীরকে ভাল রাখতে হলে শরীরের মধ্যে আত্মারূপী ভগবান আছে তার যত্ন নিতে হয়। তার যত্ন নেওয়া খুব সহজ, অতি সহজ, আর তার যত্ন নিতে আপনাকে কোন রূপ টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না। কিভাবে?

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবমং অর্চনং বন্দনং দাস্য, সখ্য আত্মবিদেনং।

ভগবানের সেবার ৯টি পন্থা আছে এর যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করে আপনি ভগবানের সেবা করতে পারেন।

শ্রবণং– কোন কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তার কাছে কেবল ভগবৎ কথা শ্রবণ করুন তাহলে ভগবৎ সেবা হবে। যেমন মহারাজ পরিক্ষিৎ পরম ভগবৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামী কাছে কেবল ভাগবৎ কথা শ্রবণ করে। ভগবানের চিন্ময় ধামে ফিরে গেছেন। ব্রহ্মাজী, নারদ অন্যান্য বহু মুনী ঋষি মুনি ভগবানের নাম কীর্তন করে নিজেদের আনন্দ সাগরে মগ্ন রাখতেন ও জড় লীলা অবসান করে তারা সবাই চিন্ময় লোকে ভগবদ্ধামে ফিরে গেছেন।

এইভাবে নব বিধা ভক্তি পদ্ধতির যেকোন একটিকে অবলম্বন করে আপনি ভগবানের সেবা করতে পারেন।

ভগবান গীতায় ৯/২৬

পত্রং, পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্তুপহৃতমশ্নামি প্রমতাত্মানঃ।।

ভগবৎ সেবার পদ্ধতি অতি সহজ। অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি সহকারে একটু গঙ্গা জল, তুলসীপাতা, ভক্তি সহকারে অর্পণ করলে ভগবান তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। গঙ্গাজল ও তুলসী পত্র ভগবানের অতি প্রিয় বস্তু।

যদি আপনি বলেন ভগবানের শ্রীচরণে গঙ্গাজল, ফুল দেবার সময় নেই তাও ভাল। যেমন গিরিশ ঘোষ, রামকৃষ্ণদেবকে বললেন আমার দ্বারা পূজা অর্চনা হবে না তখন রামকৃষ্ণ বললেন তবে দে বেটা আমাকে তবে ব–কলমা দে। এই অর্থ হল আপনি যদি কিছু করতে না পারেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বং সর্বপাপেভ্য মোক্ষশিষ্যমি মা শুচ

সবার উচিত শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া সেই শরণাগতি মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবে। মানুষ সকল দুশ্চিন্তা ও শোক, ভয় থেকে মুক্ত হবে। ভগবান আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ–এর বজবজ ঘিরে অনেক গর্ব

দীপককুমার বড় পণ্ডা

ছন্দাদি বললেন, 'আর নয়, এবার যাওয়া যাক। সন্ধে নামছে, গণেশ বাবু এবার বিশ্রাম করবেন।' আমারও তাই মনে হল। এছাড়া আমাদের ফিরতেও তো হবে। সেই সকাল থেকে বেরিয়েছি। বজবজের খুকী মায়ের মন্দির থেকে রওনা দিলাম হালদারপাড়া, বজবজ পুরসভার সামনে। এখানেই বজবজের প্রাক্তন পুরপ্রধান গণেশ ঘোষ–এর বাড়ি। আমরা যাব, সেটা বলেই রেখেছিলাম তাঁকে। নিচে এসে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এটাই তাঁর অভ্যেস। কেউ আসবে বললে, তিনি না আসা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেন। মানুষকে বড় ভালোবাসেন। খুব সহজেই সকলকে আপন করে নেন। হৈ হৈ করে ওঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। চারিদিকে বই আর ফাইলে ঠাসা ঘরটা। মাঝখানে একটা বড় টেবিল। সেটাও বইতে আর নানা কাগজে ভর্তি। তবে নিজের লেখার জন্য টেবিলের একটা অংশ ফাঁকা। টেবিলের একদিকে তিনি বসলেন। ৮৬ বছর বয়সেও মানুষটা কি সপ্রাণ। তাঁর ভুবন ভোলানো হাসিটা সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে দেয়। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ মানুষটা কিছু খাওয়ানোর জন্য ডাক দিলেন একজনকে।

বললাম, 'এসবে সময় নষ্ট না করে বরং আপনার কথা শোনা যাক। এরপরতো আপনার খাবারের সময় হয়ে যাবে।' বললেন, 'আমার কোনো অসুবিধা নেই।' তাঁকে দেখছি আর ভাবছি, নানারকম লেখালেখি, শিশু সংগঠন, গবেষণা, রাজনীতি, ব্যবসা প্রতিটিক্ষেত্রেই সফল মানুষটার কোনো অহঙ্কার নেই। নেই কোনো ঔদ্ধত্য। তিনি ৮৬ বছরেও আজ তরুণ। স্বপ্ন দেখেন নতুন কাজের। শক্ত সমর্থ মানুষটা উৎসাহিত করেন অন্যদেরও। নবীন গবেষকদের তিনি হাতে ধরে কাজ শেখান। তিনি চান, মানুষ ভালোবাসুক তার মাটিকে। নিজের অঞ্চলকে না চিনে মানুষ এগোবে কী করে? তাইতো, বজবজের ভূমিপুত্র হিসেবে তিনি সকলের সামনে বজবজকে নতুনভাবে তুলে ধরতে চান। এই কারণে লিখে চলেছেন, বজবজ ঘিরে একের পর এক বই। সবকিছুতেই তিনি তুলে ধরতে চান বজবজের ঐতিহ্য। তিনি তাঁর আলোচনায় বারেবারে জানান বজবজের মাটি কিভাবে ঋদ্ধ হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির মতন মনীষীদের পদস্পর্শে।

আর এই কারণেই তো ছন্দাদি শ্রদ্ধা করেন গণেশবাবুকে। তিনি কলেজে ইতিহাস পড়ান। তাঁর ইচ্ছে, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ব্যাপকভাবে হোক এবং কাজ হোক পদ্ধতি মেনেই। আর সেটা এলাকার মানুষরা উৎসাহ নিয়ে করুন। এইসব বিষয়ে গণেশবাবু এবং ছন্দাদি–র আলোচনা বেশ জমে ওঠে। আমি গণেশবাবুর আলমারিগুলো তাকিয়ে দেখি। কি সুন্দর থরে থরে সাজানো মূল্যবান সব বই। গণেশবাবু আমাকে বইগুলো নেড়ে দেখতে উৎসাহিত করেন। আমার দ্বিধা কাটে। উঠে যাই, আলমারির কাছে। নির্দিষ্ট কিছু বই তাঁর সংগ্রহে আছে কিনা জানতে চাই। সময় না নিয়েই বলেন আলমারিতে বইগুলো কোথায় আছে। অবাক হই, তাঁর স্মরণ শক্তিতে। কোথাও যেন মানুষটার খামতি নেই।

সুঠাম, মেরুদন্ড সোজা বৃদ্ধ মানুষটা এখনও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বিষয়ে নানা স্বপ্ন দেখেন। তাঁর স্বপ্নই বজবজকে পৌঁছে দিয়েছে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে। ১৯৭০ সালে গণেশবাবু প্রমাণ করেছেন, শিকাগো সম্মেলনের পর স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার মাটিতে প্রথম বজবজে পা রেখেছিলেন। আগে অনেকে জানতেন, স্বামীজি

যাওয়া আসার পথে পথে

শিকাগো থেকে ফেরার সময় খিদিরপুরে নেমেছিলেন। অবশ্য, এই কাজের জন্য গণেশবাবুকে অনেক গবেষণা করতে হয়েছে, বহু পত্র–পত্রিকা ঘাঁটতে হয়েছে, করতে হয়েছে অনেক পরিশ্রম। সব কাজ ছেড়ে দিনের পর দিন এই কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গণেশবাবুর এই কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা 'যুগনায়ক' বই–এর পুনর্মুদ্রণে খিদিরপুরের জায়গায় বিবেকানন্দের বজবজে নামার কথা লেখা হয়েছে। এছাড়াও বজবজ নিয়ে তাঁর নানা কাজ। গণেশবাবু কথা বলে চলেছেন। এমন সময় নিচ থেকে এক মহিলার গলা পাওয়া যায়। গণেশবাবু একটু বিচলিত হন। বলেন, 'আমার স্ত্রী ডাকছেন। তাঁকে ওষুধ দিতে হবে।' গণেশবাবু নেমে যান নিচে। পরে জেনেছিলাম, অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি কি দায়িত্ববান গবেষক এই মানুষটা।

সবরকম ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। তিনি ইংরেজিতে লিখেছেন, "An Episode of India's Struggle for Freedom Komagata-maru 1914"। তাঁর এই বই পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন, বাংলার জালিয়ানওয়ালাবাগ বজবজের কোমাগাটামারু, বজবজ পরিচয়, প্রশ্ন–উত্তরে বজবজ, দেখব এবার জগৎটাকে, বিশ্ব ক্যুইজ প্রভৃতি অসংখ্য বই। লেখালেখির বাইরে তিনি সংগঠকও। তিনি বিভিন্ন শিশু সংগঠন এবং ক্রীড়া সংগঠনের কর্মকর্তা। তিনি ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল স্টাডিসের আজীবন সদস্য। সমাজসেবা এবং বিভিন্ন কাজের জন্য আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউশন তাঁকে "Man of the Year 1998" সম্মানে ভূষিত করেছে।

ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষটা সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। পরবর্তীকালেও সেই নেশাটা যায়নি। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন। সুযোগ পেয়েই চলে গেছেন ইউরোপ। পাশাপাশি শিশুদের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ। শিশুদের জন্য হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৮ সাল থেকে স্বপনবুড়ো প্রতিষ্ঠিত সব পেয়েছির আসরে যুক্ত হয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু–কিশোরদের খেলাধূলা, সাহিত্য–সংস্কৃতির নানা কর্মশালা আয়োজন করেছেন। এখনো স্বপ্ন দেখেন, বাংলা আকাদেমিতে একটু স্বতন্ত্র ধরনের শিশু–কিশোরদের জন্য আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা।

বিদেশি তেল কোম্পানিতে ৩০ বছর উচ্চপদে চাকরি করে এবং ২০ বছর পুরসভার প্রশাসক হিসেবে থেকেও আদপে বিজ্ঞানের ছাত্র গণেশ ঘোষ আছেন মাটির কাছাকাছি। চর্চা করে চলেছেন মাটির মানুষের কথা। তাই, তাঁর বাড়িটা যেন ইতিহাস চর্চার একটা পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। সেখানে নাওয়া–খাওয়া সব ছেড়ে গণেশবাবু কাজ করে চলেছেন আপন মনে। তাঁর হাতে এখন অনেক কাজ। নানা কাজে ঋদ্ধ মানুষটা আজ লেখাপড়ার আনন্দে বিভোর। বারে বারে বলছেন, 'অনেক কাজ করতে হবে।' এদিকে, উত্তুরে হাওয়ার কাঁপুনিটা যেন বাড়ছে। ছন্দাদি–কে ঘড়ি দেখাই। ঘড়িতে তখন রাত আটটা। গণেশবাবুকে এবার বিদায় জানাই। ছাদ থেকে আবার তিনি নিচে নামেন আমাদের জন্য। মাথা নত হয় বিদায়ক্ষণে।

শীতের রাত্রে তৈল–শহর বজবজের রাস্তা তখনো জমজমাট। আমাকে অনেক দূর ফিরতে হবে। কলকাতার দিকে খানিকটা এগোলেই মহেশতলা থানায় নাসিম আলি–র কোয়ার্টার। নাসিম বাবু পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর। এর আগে ফ্রেজারগঞ্জ থানার বড়বাবু ছিলেন। সেইসময় আমলাশোলের আদিবাসী ছেলে–মেয়েদের নিয়ে গেছিলাম বকখালিতে। ফোন করি তাঁকে। তিনি খুব করে বলেন, যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। দোটানায় পড়ি। রাত বাড়ছে, কিন্তু নাসিমবাবুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করি কী করে। ছন্দাদি–কে বাড়ি যেতে বলে, আমি ঢুকি পুলিশ কোয়ার্টারে।

হ্যালো কলকাতা সম্মাননা

'হ্যালো কলকাতা' (3D নিউজ মিডিয়া ও ফ্লিমজ্) পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রতিভাদের সম্মানিত করা হয় নন্দন সভাকক্ষে। পুরস্কার তুলে দেন ভারতশ্রী যোগগুরু চন্দন দাস, অভিনেত্রী কেয়া ও রোহিনী ও ৯১ বছর বয়সী নন্দলাল মুখার্জী, ওয়েস্ট বেঙ্গল বডি বিল্ডিং সভাপতি, পুরস্কার পান ড. অরূপ মিত্র (সঙ্গীত) ড. সমিতা মান্না (শিক্ষা), রীণা মিত্র, রিতম পাল ও মৃণাল কান্তি বিশ্বাস (অভিনয়), মাইকেল তরুণ (Michael Tarun) (সমাজ কল্যাণ) পরিচালনা–মানস তালুকদার ও বি. ভাস্কর (বেদাঙ্গিনী ফ্লিমজ্) সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার জন্য 'Art 21st সেঞ্চুরি' নামে একটি অসাধারণ চিত্র প্রদর্শনী উনি নিবেদন করেন ICER প্রাঙ্গণে। আশিস বসাক, এডিটর ডিরেক্টর হ্যালো কলকাতা বলেন যে প্রতিভাদের বিকাশ ও আরো ভালো কাজের জন্য নিজেদেরকে উদ্যোগী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই 'হ্যালো কলকাতা' সম্মাননা উপস্থাপিত হয়েছে। হ্যালো কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এর আগে কলকাতা প্রেস ক্লাব সহ বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে সামাজিক মেলবন্ধনের বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। নতুন তারকাদের তুলে ধরার এই প্রয়াসে হ্যালো কলকাতা বাকিদেরও পথ দেখাচ্ছে

সুন্দরবনের ডায়েরি

বগি পোড়া

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

একটা হাঁড়ি–কলসির দোকান। তার সামনে একটা বেঞ্চি। বেঞ্চিতে দু'জন বয়স্ক লোক বসে আছেন। চেহারা দেখে মনে হল এঁরা সম্ভবত মৌলে। দু'জনেরই বয়স হবে সত্তর থেকে পাঁচত্তরের মধ্যে। মাথার চুল পাকা। মেদহীন পোড় খাওয়া শরীর। গায়ের রঙ তামাটে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবো ভেবে সেই বেঞ্চিতে বসলাম। পুরনো পিচের রাস্তা। বেশি প্রশস্ত নয়। এ রাস্তা দিয়ে ট্রেকার, ইঞ্জিনভ্যান, ভ্যান, অটো ইত্যাদি চলে। রাস্তার একদিকে ছোট ছোট কয়েকটা বাঁধা দোকান। চায়ের দোকান, মুদিখানা দোকান, রেডিমেড পোষাক, হাঁড়ি–কলসি ইত্যাদি। রাস্তার আর একদিকে স্থানীয় কিছু মানুষ বাড়ির তৈরি কিছু সবজি নিয়ে বিক্রি করতে বসেছেন। বিভিন্ন ধরণের শাক (পুঁই, নটে, কলমি) ঢেঁড়শ, বেগুন, ঝিঙে উচ্ছে, কচু ইত্যাদি। এই হাটের নাম 'সমসের নগর নতুন হাট'। গুটি কতক বিক্রেতা। ক্রেতার সংখ্যাও অল্প। হাটটা এতোটা নতুন যে তার গায়ের আঁতুর গন্ধ এখনও কাটেনি। অনতিদূরে কালিতলার হাট। বড়ো হাট। জমজমাট হাট। অনেক দোকান–পাট। বিকেল থেকে গমগম করে। যাইহোক, বেঞ্চিতে বসে লক্ষ করলাম হাড়ি দোকানের সামনে মধ্য বয়সী জনা দুই লোক কী যেন খুঁজছেন। কী খুঁজছেন বুঝে ওঠার আগেই হরিদাস বাবু ইঞ্জিন ভ্যানে বসে আমাকে ডাকছেন। আমি সুন্দরবনে এসেছি হরিদাস বাবুর অতিথি হয়ে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে আমি ভ্যানে চড়ে বসলাম।

পরেরদিন সকালে আমি মৌলেদের পাড়ায় যাই। অনেকের সঙ্গে দেখা করি। নানা বিষয়ে আলোচনা করি। কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিই। সে সময় তাদের কাছে গতকালের ঘটনার কথা বলি। তাঁরা শুনে বললেন, বুঝেছি, বগিপোড়ার জন্য খোলা খুঁজছিল।

–কিছুই বুঝলাম না। আমি বললাম।

–আমরা জঙ্গলে বিপদের হাত

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করি। 'বগি' হল মাটির হাঁড়ি–কলসির ভাঙা টুকরো। জানালেন অভিজ্ঞ মৌলে কালিপদ বিশ্বাস, জহরগাজীতে আরো অনেকে।

–বগি কী কাজে লাগে? আমি জিগ্যেস করলাম।

–শনি–মঙ্গলবারের বগিকে মন্ত্রপূত করে হাতে অথবা কোমরে বেঁধে জঙ্গলে প্রবেশ করলে বিপদ–আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

–বগি বা খোলাকে মন্ত্রপূত করে কে?

–আমাদের গ্রামে একজন গুণিন আছে। বয়স হয়েছে। এখন আর মহাল করতে যায় না। বগি পোড়ার মন্ত্র তার জানা আছে। আমরা তার কাছে যাই। তবে মন্ত্রপূত করার আগে খোলাকে ছোট ছোট ত্রিভূত আকৃতি (তিনকোনা) করে নিয়ে যেতে হয়। এর জন্য গুণিনকে আমরা পাঁচ–দশ টাকা করে দিই। মন্ত্রপূত বগিকে আমরা নেকড়াতে জড়িয়ে হাতে অথবা কোমরে বাঁধি। জঙ্গলে এটাই আমাদের রক্ষা কবচ। মৌলেরা জানালেন।

–তা সত্ত্বেও বাঘের আক্রমণে জঙ্গলজীবীরা তো হামেশাই নিহত হচ্ছেন। আমি বললাম।

–কপালে মৃত্যু থাকলে কোন ভাবেই আটকানো যাবে না। তাঁরা জানালেন।

মাঙ্গলিকী

সমৃদ্ধ বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলী তৃতীয় বার্ষিকী বইমেলা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল উপরোক্ত বইমেলা। আয়োজক কেন্দুয়া শান্তি সংঘ। বইমেলার উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। উপস্থিত ছিলেন কবি কৃষ্ণা বসু ও সুবোধ সরকার। বাংলা দেশের ২টি সংস্থা সহ মোট ২৫টি বই প্রকাশক সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণ করেন। জানা যায়, বিভিন্ন প্রকাশনার বইপত্তর বিক্রি ভালোই হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বই প্রেমী মানুষের মেলার ষ্টলে ষ্টলে উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিনের টেবিল ষ্টলেও উক্ত জগতের লেখক/পাঠক/পাঠিকাদের উপস্থিতি ছিল ভালোই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশিষ্টজনদের ভাষণ সমৃদ্ধ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক মঞ্চে।

বিভিন্ন দিনে এই সমস্ত আলোচনাসভা সঞ্চালনায় ছিলেন ডাঃ ধীরেশ চৌধুরী/গঙ্গা দূষণ ও তার প্রতিকার/স্ট্রোক ও তার প্রতিকার, ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলি/ক্যানসার রোগীকে কি রোগ সম্পর্কে জানানো উচিৎ, শ্যামলী আচার্য/বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, অধ্যাপিকা সুমিত্রা সরকার/সুকুমারী ভট্টাচার্য ও ভারতীয় নারী, অধ্যাপক অনুপম বসু/আধুনিক প্রযুক্তি ও বাংলা ভাষা, অধ্যাপক পবিত্র সরকার/সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্ম বার্ষিকী ও বাংলা ভাষা, 'চলো যাই/ভ্রমণের গল্প। বুদ্ধদেবসহ/পাঠকের মুখোমুখি, অধ্যাপকদ্বয় সৌরীন ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস/রবীন্দ্রনাথ, বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রমুখ।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতীক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পাটুলী সেন্ট্রাল ক্লাবের সদস্যবৃন্দ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন সুচারু আর্ট সেন্টার (পাটুলী)। এই নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে বইমেলার উদ্যক্তা কেন্দুয়া শান্তি সংঘের সদস্য–সদস্যা ছেলেমেয়েরা। বিভিন্ন দিন বিবিধ রসের সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

ডাঃ উৎসব দাস, ছন্দবাণী সম্প্রদায়। শ্রাবণী সেন, নকশীকাঁথা শিল্পী অঙ্গন, আনন্দধ্বনী, অমৃতা ব্যানার্জী ও সহ শিল্পীবৃন্দ, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, অমিত সাহা ও আরও অনেকে। বিভিন্ন দিনে আবৃতিতে ছিলেন কানাইলাল পালোধি, সানন্দা পাল, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, নুপূর দে চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সাহা প্রমুখ। অসমাপ্ত ও র‍্যামপেজ বাংলা ব্যান্ডের আসরও ছিল দুদিন। কবি নিতাই মৃধার পরিচালনায় ৪২জন কবি স্মরচিত কবিতা পাঠ করেন। ওই দিনই পরে এক বিশেষ কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন পিনাকী ঠাকুর, শিবাশিষ মুখোপাধ্যায়, তন্ময় চক্রবর্তী, সুদীপা চক্রবর্তী, মিলন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া শিল্পী তৌসিফ হকের পরিচালনায় ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও কার্টুন নিয়ে কর্মশালা ২১ শে ডিসেম্বর। ২৫শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় 'বড়দিনের রাতে, ছোটোদের সাথে'।

এই পর্বের প্রথম ভাগে প্রান্তিক শিশু, এইচআইভি ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শিশুদের মিশিয়ে মঞ্চে যে বিশেষ অনুষ্ঠানটি হল, তা এক অভিনব প্রয়াস–সংগঠনের সকলকে এজন্য অভিবাদন। দ্বিতীয় পর্বে বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ ব্যানার্জীর পরিচালনায় তরুণ–তরুণী দুই জাদুকর তথা প্রিয়ম গুহ ও রেশমী মিত্রর জাদু প্রদর্শনী ছিল সুনির্বাচিত অনুষ্ঠান। সমগ্র বইমেলাটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বইমেলার সম্পাদক অভিজিত ঘোষকে আন্তরিক অভিনন্দন (প্রতিদিন শ্রী ঘোষ মঞ্চে বিভিন্ন সঞ্চালককে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সহ সঞ্চালনার কাজের মাধ্যমে সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন)।

সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায়, আগামী দিনে বাংলার আঞ্চলিক বইমেলাগুলির মধ্যে বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি বইমেলা, বই পিপাসু জনগণের কাজে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

বিশ্বকাপে ভারত–পাক ম্যাচ ধারাভাষ্যে অমিতাভ বচ্চন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টিভি কমেন্টেটর হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে অমিতাভ বচ্চনের। যা নিঃসন্দেহে নয়া পালক জুড়তে চলছে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের মুকুটে। এমনিতে ক্রিকেট তিনি দারুণ ভালোবাসেন। সময় পেলেই ম্যাচ

দেখতে বসে যান(বিশেষ করে ভারতের খেলা থাকলে)। খেলার পর ট্যুইট করতেও দেখা যায় তাঁকে। আইপিএলের রোমাঞ্চেও গা ভাসাতে দেখা গিয়েছে বিগ বি–কে। কিন্তু একেবারে ম্যাচ চলাকালীন বক্সে বসে কমেন্ট্রি করা। তাও আবার ক্রিকেট দুনিয়ার তাবড়দের সঙ্গে। এটাই বাস্তবায়িত করতে চলেছেন ভারতীয় সিনেমার এই মেগা তারকা। আসন্ন ক্রিকেট বিশ্বকাপে এই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে বিগ বি–কে।

অ্যাডিলেডে ভারত পাকিস্তান ম্যাচে টিভি ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনকে। ১৫ ফেব্রুয়ারির এই ম্যাচে অমিতাভের সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে থাকবেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক কপিল দেবও। শামিতাভের শুটিংয়ের সময় এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন ফিল্ম মেকার আর বাল্কি। যা শুনে ক্রিকেট বিশ্ব বিশেষ করে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা তো আনন্দে একেবারে ডগমগ করছেন। কমেন্ট্রি বক্সে অমিতাভের সঙ্গী হবেন হর্ষ ভোগলেও। অমিতাভ বচ্চনের মতো বড় মাপের অভিনেতাকে কমেন্ট্রি বক্সে আনতে পারলে ম্যাচের টিআরপি যে আরও বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে তা বলাইবাহুল্য। তারপর আবার ভারত–পাক ম্যাচ, তাও কিনা আবার বিশ্বকাপের আসরে। পাকিস্তানেও বচ্চন সাহেবের জনপ্রিয়তা কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই সেদেশের ক্রীড়ামোদীরাও যথেষ্ট আলোড়িত এই ঘটনা নিয়ে। অমিতাভের এক পাশে কপিল দেব এবং অপর পাশে হর্ষ ভোগলে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে তাকিয়ে থাকবে গোটা বিশ্ব। কারণ এই ধরণের মুহূর্ত ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে খুব বিরল। এমনিতে এদেশে ক্রিকেট এবং চলচ্চিত্র জগতের সম্পর্ক অনেক পুরনো। হালফিলেও ভারতীয় দলের একদিনের অধিনায়ক বিরাট কোহলির খেলা চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গিয়েছে বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মাকে। তবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কষ্ট বাড়িয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবারের বিশ্বকাপে তাঁদের বান্ধবী বা স্ত্রীদের থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এমতাবস্থায় ম্যাচ চলাকালীন বক্সে নতুন ভূমিকায় ডনের উপস্থিতি তাতাবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। সঞ্চালনার ক্ষেত্রে অমিতাভ পরিচালিত কেবিসি ভারতীয় টেলিভিশনের জগতে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। এবার একইভাবে ক্রিকেট মাঠে হিল্লোল তুলতে চলেছে তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর। যাতে শোনা যাবে চার–ছক্কার জয়ধ্বনী। ভারতীয় দর্শক চাইবেন তা যেন অবশ্যই টিম ইন্ডিয়ার অনুকূলে হয়।

এদিকে, এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের পথের কাঁটা হতে চলেছে চোট আঘাত। বিশ্বকাপের ঠিক আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে ভারতের হতশ্রী পারফরম্যান্স অন্তত সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় দলের ইনফর্ম ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের চিকিৎসা চলছে। দলের পেস বিভাগের মূল অস্ত্র ইশান্ত শর্মাও চোটের আওতায়। চোট কাটিয়ে সদ্য দলে ফিরেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্রিকেটারদের অফ ফর্মের দীর্ঘ তালিকা।

অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি,সুরেশ রায়নার মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানরা ফর্মে নেই। শিখর ধাওয়ানের ব্যাড প্যাচ অব্যাহত। বোলিং বিভাগের দশাও বলবার মতো নয়। মহম্মদ সামি,অক্ষর প্যাটেল,উমেশ যাদবরা নিজেদের প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ডাহা ফেল করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভুবনেশ্বর কুমারের বোলিং একেবারে সাদামাটা। ফলে পাহাড়প্রমাণ চিন্তা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে বিশ্বকাপ অভিযানে নামতে হবে ধোনিদের। এর ওপর আবার বুকিদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে সুরেশ রায়নার বিরুদ্ধে। যা ভারতের বিশ্বকাপ অভিযানকে আরও প্রতিকূল করে তুলতে পারে।

সারা বাংলা কবাডি প্রতিযোগিতা

মলয় সুর

সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক কবাডি প্রতিযোগিতা চন্দননগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের পরিচালনায় আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে। চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সহযোগিতায় অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও চন্দননগর কবাডি অ্যাসোসিয়েশন। আয়োজক তথা বিশিষ্ট কবাডি খেলোয়াড় শ্যাম কুমার শা বলেন, এতে পুরুষ বিভাগে ১২টি ও মহিলাদের ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে। এরমধ্যে ইস্টার্ন রেলওয়ে, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা পুলিশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স, নদিয়া জেলা, বর্ধমান জেলা প্রভৃতি। এই নক আউট পর্যায়ের খেলাগুলি দিনরাত্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাজেট ধার্য হয়েছে ১ লাখ টাকা, প্রথম দিন একমাত্র মহিলাদের খেলাগুলি থাকছে। রেল দলের জাতীয় কবাডি খেলোয়াড় কিশোর পাত্র জানালেন, একসময় চন্দননগরে কবাডির পীঠস্থান ছিল। এখান থেকে রাজ্য, জাতীয়। আন্তর্জাতিক এমন কি অর্জুন প্রাপ্তরা কবাডির সূত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের ছড়াছড়ি রয়েছে। প্রতিযোগিতা চলাকালীন উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী, অর্জুন প্রাপ্ত সাঁতারু বুলা চৌধুরী, সঞ্জীব চক্রবর্তী, কবাডির অর্জুন বিশ্বজিৎ পালিত, ভোলা গুঁইরা। সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতা স্থানীয় দর্শকদের কাছে বিপুল সাড়া ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

ভারতের আপত্তি উড়িয়ে বিশ্বসেরার লড়াইয়ে বিতর্কিত ডিআরএস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের সব আপত্তিকে সপাটে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে ২০১৫ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস) ব্যবহারের উপর শীলমোহর লাগালো আইসিসি।

বিসিসিআই বহুদিন থেকেই ডিআরএস এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। সিদ্ধান্ত রিভিউ করার এই পদ্ধতিতে যে টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের মতে এই টেকনোলজি সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়।

যদিও, দুবাইতে দু'দিনের বৈঠকের পর আইসিসি জানিয়ে দিলো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে আসন্ন বিশ্বকাপের ৪৯ টি ম্যাচেই ব্যবহৃত হবে ডিআরএস।

২০০৯ সালে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের টেস্ট সিরিজে প্রথম ব্যবহার হয় ডিআরএস। ২০১১ সালে ভারতে বিশ্বকাপের সময়ও ব্যবহার করা হয়েছিল এই পদ্ধতি। কিন্তু সেই বিশ্বকাপেই ইংল্যান্ডের একটি ম্যাচে ইয়ান বেলের বিতর্কিত আউটকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে ডিআরএস পদ্ধতি। তাই ভারত প্রথম থেকেই এর ব্যবহারের বিরোধিতা করছিল। বিশেষ করে শ্রীনিবাসন আইসিসির সর্বোচ্চ পদে আসীন থাকায় ধরে নেওয়া হয়েছিল ভারতীয় বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হবে বিশ্ব ক্রিকেটের মসিহা সংগঠন। এখানেই উঠে আসছে একটি নতুন গল্প। তা হল শ্রীনিবাসন এখন ভারতে এতটাই চাপে আইপিএল কেলেঙ্কারি নিয়ে যে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সিদ্ধান্ত ঢোক গিলতে বাধ্য হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এদেশের ক্রিকেটে তার আধিপত্য খতম হওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব ক্রিকেটেও চাপ বেড়েছে। ফলে ডিআরএসের গুঁতোকে সঙ্গে নিয়েই বিশ্বকাপ অভিযান চালাতে হবে ভারতকে।

এমনিতে সদ্য শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়া সফরে কি টেস্ট আর কি ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজ দুটোতেই ভরাডুবি ঘটেছে ভারতের। তারপরে পরেই চলে এসেছে বিশ্বকাপের আসর। যাতে ভারতের সম্ভাবনা এই মুহূর্তে খুব একটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। তার ওপর যাতনা আরো বাড়িয়ে তুলত ডিআরএস সিস্টেমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার অনুমোদন। ভারত প্রথম থেকেই চাইছিল না এই সিস্টেম বিশ্বকাপে বহাল হোক। কিন্তু ভারতের আপত্তি এক্ষেত্রে পাত্তাই পেল না।

অজিদের সঙ্গে শেষ হওয়া সিরিজেও শুধুমাত্র ভারত রাজি ছিল না বলে ডিআরএস সিস্টেম লাগু হয়নি। যদিও অস্ট্রেলিয়া চেয়েছিল এই পদ্ধতি জারি হোক। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে অনেক নামিদামি ধারাভাষ্যকারের তথ্যে একটা কথা উঠে এসেছে যে ডিআরএস সিস্টেম না থাকার ফলে ভারত টেস্ট এবং একদিন উভয় সিরিজেই অনেকগুলি বিতর্কিত সিদ্ধান্তের খেসারত দিয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়ে গিয়েছে বিপক্ষ। তাই এই সব বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ডিআরএস থাকা মানেই যে গেল গেল রব ওঠা তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কোনও দলের সুবিধাই করে দেয়। ফলে এতে হয়তো ভারতের লাভ হতে পারে অদূর ভবিষ্যত মানে বিশ্বকাপের আসরে। যা স্পষ্ট হতে শুরু করবে বিশ্বকাপ জমে ওঠার পরেই। ভারত যদি এই ডিআরএস সিস্টেমের আনুকূল্য লাভ করে তাহলে এদেশের সেই গোঁড়ামি দূর হবে। অন্যথা হলে বা কোনও বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ভারতের বিরুদ্ধে গেলেই আবার সরব হয়ে উঠবেন ভারতীয় ক্রিকেট কর্তারা। এখন দেখার কিভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে এই সিস্টেম।

ইডেনে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন সিএবি–র উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবসে ৮৭ তম সিএবি–র প্রতিষ্ঠা দিবসে সচিব তথা ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন সৌরভ। এতে ১০টি সংস্থা রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। রক্তদান করেন ১০৪৮ জন। রক্তদাতারা পাবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট। এছাড়া ১৫০তম ইডেনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী হিসাবে একটি প্রীতি টি–২০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বহু বছর ধরেই তিলোত্তমার ক্রিকেট মক্কা ইডেনে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

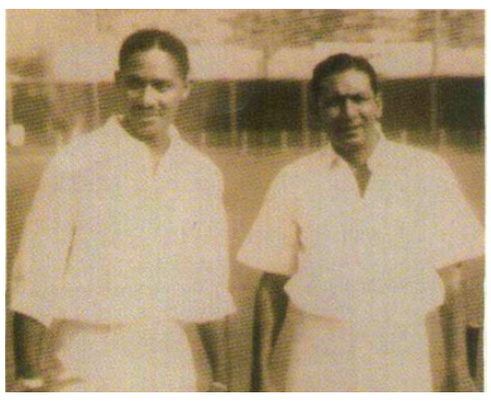

ছবিতে : স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এবং নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক বিরলতম মুহূর্ত ইডেনে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহিদ আবদুল করিম গোলাম জিলানী, মৃত্যু : ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২

একুশ সনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পাটনার সদাকৎ আশ্রম থেকে শিক্ষালাভ করে কংগ্রেসের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেন। ১৯৩২–এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ধৃত হয়ে ঢাকা জেলে কারারুদ্ধ হন। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শর্তাধীনে মুক্তি নিতে অস্বীকার করায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

দীনবন্ধু সি. এফ্ এন্ড্রুজ, জন্ম : ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১

ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু ও সমাজসেবী। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতালাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ–বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও পরবর্তী যুগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁকে পুরোধারূপে দেখা যায়। এন্ড্রুজ দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। সমাজ–সেবার কাজে তিনি মহাত্মা গান্ধিরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিপ্লবী ফণিভূষণ দাশগুপ্ত, মৃত্যু : ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

বিপ্লবী জননেতা ছাত্রাবস্থায় বরিশালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৮–এ সাপ্তাহিক বিপ্লবী পত্রিকা 'স্বাধীনতা' সম্পাদনা করায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর মেছোবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার করে তাঁকে বিনা বিচারে হিজলী জেলে আটক রাখা হয়। সেই জেল থেকে তিনি কৌশলে পলায়ন করেন। ১৯৩৪–এ বরিশালের সিঙ্গা রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় পুনরায় কারারুদ্ধ হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আন্দামানে তাঁর দ্বীপান্তর হয়।

দেশনায়ক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১

স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারে ও প্রসারে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' ও 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ লেখনীতে দেশ জাগ্রত হয়ে ওঠে। আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী যুগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরূপে পরিচিত।

জননায়ক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, জন্ম : ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১

দানবীর জননায়ক ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার বংশের মহারাজা সূর্যকান্ত বঙ্গভঙ্গ–রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য প্রদান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ ও জনকল্যাণে বহুলক্ষ টাকা নিঃস্বার্থভাবে দান করেন।

অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২

১৯২৬ সালে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' আইনবলে গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালে মুক্তি পেলেও স্বগৃহে অন্তরীন থাকেন। অন্তরীণ অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করলে আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৬ সালে প্রেরিত হন আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে।

হোমাগ্নিপ্রকাশ ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণি, বি ডি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট

শৈশবকে শিকলবন্দি করো না

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

স্বপ্নবীথিতে কল্পনার ছায়ায় ভোরের আঙিনায় থাকে শিশু মনের বিকাশ। কল্পনার পল্লবে বিকশিত কলি শিশুর স্বপ্নের পৃথিবী। অপরূপ সৌন্দর্যে মাধুর্যে করুণার মায়াময় কোলে বাড়ন্ত শিশু। কচি কচি হাত নেড়ে কচি কচি দুটি পায়ে হামাগুড়ি দেয় কল্পনার কত আঁকিবুকিতে ভাবনায় স্বপ্নের অজানা ভোরের কোনও আকাশ। অজানাকে জানার সরল কৌতুহলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে দুচোখে রঙিন স্বপ্নের পৃথিবীতে খোঁজে এই যুক্তি তর্কে নয় আবেগের সরলতায়। রাঙিয়ে তোলে রামধনুর নীল আকাশ। গতির ডানায় ডানায় কথা বলে আধো আধো করে স্পষ্ট উচ্চারণ থাকে না কখনও। শিশু রেখার মধ্যেও থাকে না কোনও জড়তা। থাকে সরল গতি।

শিশুর আধো আধো কথা টলটল পায়ে হামাগুড়ি ছেড়ে দাঁড়াতে চায় পড়ে আর ওঠে এমনি ভাবেই যায়। আবার উঠে দাঁড়ায় একসময় তারপর আবেগহীন শিশুত্বের অভাব দেখা দেয়। সব প্রতিযোগিতার আসরে প্রথম হওয়ার ঘোড়দৌড়ে প্রতিবাদে হোঁচট খেতে থাকে। শিশুর স্বাভাবিকতায় আছে প্রতিবন্ধকতা ভাঙছে মন ক্রমশ... চিন্তায় ভাবনায় থাকছে শেখানো বুলি, থাকছে না তার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে হয়। মা বাবার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করতে চায় শিশুর মধ্য দিয়ে। এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে তার নিজের ইচ্ছাটা মরে যাচ্ছে আবার ক্রমশ... বড়দের শেখানো বিষয় উগড়ে ফেলে তার কাজ কর্মের ভিতর। তার নিজস্ব চিন্তা বনসাই–এ পরিণত হচ্ছে। পাখির মত ডানা মেলে উড়তে পারছে না মুক্ত আকাশে কখনও। চিন্তা ভাবনার আকাশ কখনও থাকছে না প্রসারিত। সব সময় মেঘে ঢাকা। নেই আবেগ। নেই কোনও কৌতূহলের বিষয়। জানা অজানার নিজস্ব স্বাধীনতাটা হারায় প্রতি মুহূর্তের সংঘাতে। এটা কোরোনা ওটা কোর না, এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই, নেই কোনও নিজস্ব জগত হাতড়াতে থাকে হাবুডুবু খেয়ে এক সময় অবাধ্য মন রুখে দাঁড়ায় শিশুর হৃদয়ের ভিতর বকুনি ঝকুনি খেতে খেতে অতৃপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে কেউ বোঝানোর চেষ্টা করে না। শুধু শাসন করে কখন তার ইচ্ছা অনিচ্ছাটা একবারও ভাবতে চায় না তাকে সাথী করে চলতে। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে স্বাধীন ভাবে নয় দূরন্তপনার মাঝেও ভীতি ভূত দেখার গল্পের মতো।

নেই কৌতুহলের মতো কোনও উচ্ছ্বাস নেই ঠাকুরমার ঝুলি, রামায়ন মহাভারতের গল্প। ঠাকুমার কাছে শোনা যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে একসাথে থাকার আনন্দ হারিয়েছে। ছোট্ট পরিবার শিশুরা থাকে একা একা পায় না কোনও সঙ্গী সমবয়সী। নেই কোনও চাঁদের পাহাড় দেখার স্বপ্ন। আছে রকেটের মতো যান্ত্রিক স্বপ্ন। রকেটের মতো দ্রুত শিশুর পড়ার বইয়ে মুখ রাখা। পড়ার বইয়ের ব্যাগের ভারে মেরুদণ্ড বেকে যায় বাসের সিটে ঘুমিয়ে পড়ে। নেই উচ্ছ্বাস প্রাণভরা আনন্দের বাঁধ ভাঙা হাসির স্রোত। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে স্বপ্নের রঙিন সকাল সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়ানো শিশির। পারে না পা ভিজাতে। নেই কোনও খেলার মাঠ। নেই খেলার সময়। রুটিন মাফিক রয়েছে সবসময় ভাগ করা। তারপর সময় কোথায় ভাববার ফি, চিন্তার অবকাশ। স্বপ্নের সূচনা সৃজনের রেখায় রেখায় আন্দোলিত দক্ষিণা বাতাস এসে লাগে না তার প্রাণে। পড়ার বইতে মুখ গুজে থাকার সুবাদে এযেন নিয়মে বাধা তাসের দেশ। ফুটন্ত ভোর নিয়মে বাধা বাধন ছাড়া নেই বাধন ভেঙে চলার পথ অচল। আজ টিভির পর্দায় শুধু কার্টুনের খেল এতে আনন্দ মজা খুঁজে বেড়ায় মা বাবার ঝগড়ার রাগারাগি রেশারেশি এসে পড়ে সেই সরল শিশুটির উপরে। শিশুটি প্রতিবাদ করতে পারে না। শিশুর উপর এসে পড়ে প্রতিনিয়ত মায়ের রাগের শোধ। এতে শিশু মনের ভিতর চাপ পড়ে ওদের মনটা বিষিয়ে যায়। শিশু বলে ওদেরকে তুচ্ছ করা উচিত নয়। ওদের একটা সরল নিষ্পাপ মনে আঘাত করে। ওদের স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামি দিনের নতুন কিছু ভাবনা আবিষ্কারের চেতনায় হয়ত নিয়ে আসে প্রকৃতি চিন্তানায়কের মতো আবিষ্কারক গড়বে নতুন স্বপ্নের পৃথিবী। ওদের হাসিখুশির খেয়া বেয়ে নদীর স্রোতে ভেসে যাক আপন মনে। জেগে উঠুক পাখির মতো প্রকৃতির সীমানায় আপন খেয়ালে। ফুটুক ফুলের মতো সুন্দর জীবন।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম– সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা– বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক ঃ** ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।